চমক ভরা ধনতেরাস
২১ অক্টোবর থেকে
২ নভেম্বর
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
সবার সাদর আমন্ত্রণ

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭১ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-16 ■ 22 October, 2024 ■ আগরতলা ২২ অক্টোবর, ২০২৪ ইং ■ ৫ কার্ত্তিক, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

Sister
নিশ্চিন্তের প্রতীক
রন্ধনেই বন্ধন
সিষ্টার

দিল্লিতে মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে পর্যালোচনা সভায় সবুজ সংকেত

অর্থনীতি ও যোগাযোগ ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য ২৮০০ কোটি টাকা পাবে রাজ্য

নয়াদিল্লি, ২১ অক্টোবর ।। ত্রিপুরার অর্থনীতির সমৃদ্ধি ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় বড় ধরণের অগ্রগতির লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক মন্ত্রক ২৮০০ কোটি টাকার অধিক আর্থিক প্রকল্প অনুমোদন করছে। সোমবার দিল্লির বাণিজ্য ভবনে কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক মন্ত্রী নীতিন গড়করির সভাপতিত্বে আয়োজিত একটি পর্যালোচনা বৈঠকে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহার যোগদানের পর এবিষয়ে সবুজ সংকেত মিলেছে। বৈঠকে ত্রিপুরার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক মন্ত্রক কর্তৃক অনুমোদিত আটটি প্রকল্পের বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। এসকল প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে - আগরতলা পূর্বাংশ বাইপাসের জন্য ৮০০ কোটি টাকা, ১১ কিলোমিটার প্রসারিত একটি চার লেনের সড়ক, আমতলি থেকে ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দির পর্যন্ত সড়ক প্রশস্ত করার জন্য ১৫০০ কোটি টাকা, একটি ৫০ কিলোমিটার সড়ক চার লেনের সড়কে উন্নীত করা, ৪০০ কোটি টাকা ব্যয়ে রানীরবাজার থেকে আইএসবিটি চন্দ্রপুর সড়কটি চার লেনের মাধ্যমে ১০ কিলোমিটার প্রসারিত করা এবং কেন্দ্রীয় সড়ক তহবিলের অধীনে আরো ১০০ কোটি টাকা অতিরিক্ত মঞ্জুরি প্রদান করা। এছাড়াও ডাঃ সাহা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও পর্যটন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কমলপুর থেকে আমবাসা, গন্ডাছড়া, অমরপুর থেকে সাব্রুম পর্যন্ত একটি নতুন জাতীয় সড়ক, আগরতলার কাছে ইস্টার্ন বাইপাসে ১০০ একর জমিতে একটি লজিস্টিক পার্ক এবং বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত জাতীয় সড়ক মেরামতের জন্য তহবিল অনুমোদনের বিষয়েও আলোচনা করেছেন। এর পাশাপাশি চারটি প্রস্তাবের মধ্যে মহারানী থেকে ছবিমুড়া পর্যন্ত রোপওয়ের জন্য ডিটেইল প্রজেক্ট রিপোর্ট (ডিপিআর) শীঘ্রই অনুমোদন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

along with
Shri Ajay Tamta
Minister of State,
Ministry of Road Transport & Highways
Shri Harsh Malh
Minister of State, Ministry of Road
& Highways and Corporate Af
21st-22nd October,
MANIK SAHA
HARSH MALHOTRA

শহরে বর্জ্য ও জল নিকাশি ব্যবস্থাপনা দেখলেন রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ অক্টোবর ।। রাজ্যপাল ইন্দ্র সেনা রেড্ডি নাল্লু আজ আগরতলার দেবেন্দ্র চন্দ্র নগর স্থিত বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। আগরতলা পুর নিগম পরিচালিত এই কেন্দ্র পরিদর্শন কালে রাজ্যপাল বলেন, স্বচ্ছ ভারত মিশনের অঙ্গ হিসাবে কেন্দ্র সরকারের প্রকল্প মোতাবেক নগর এলাকার বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশন ও এদের প্রক্রিয়াকরনের মাধ্যমে বর্জ্য থেকে সম্পদ তৈরির উদ্দ্যেশ্যে বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র স্থাপনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই বর্জ্য পদার্থ থেকে তৈরি জৈব সার চাষাবাদ এর কাজে কৃষকদের চাহিদা মেটাবে।

রাজ্যপাল এদিন, আগরতলা শহরের জল নিকাশি ব্যবস্থা সহ এই সংক্রান্ত জরুরি নিয়ন্ত্রণমূলক কেন্দ্রের কাজকর্মও পরিদর্শন করেন। আগরতলা শহরের নিকাশি ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে রাজ্যপাল শ্রীনাল্লু আগরতলার ইন্দ্রনগরে তথ্য-প্রযুক্তি ভবনে অবস্থিত ইন্টিগ্রেটেড কমান্ড কন্টোল সেন্টার (আইসিসিসি) পরিদর্শন করেন এবং আধিকারিকদের সাথে মত বিনিময় করেন। তিনি বলেন, জল নিকাশে আগরতলা পুর নিগমের ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত উন্নত এবং দেশের অন্য পুর নিগমগুলোর গৃহীত ব্যবস্থাপনাগুলোর মধ্যে সেরা। তবে নর্দমা ব্যবস্থাপনাকে আরও আধুনিক করে গড়ে তোলার প্রয়োজন রয়েছে। তিনি বলেন, নর্দমাগুলোকে আরও আধুনিক করে গড়ে তোলা প্রয়োজন। এ ব্যাপারে তিনি আগরতলা এন আই টি-র কাছ থেকে বিশেষজ্ঞ সহায়তা গ্রহণের পরামর্শ দেন। এদিন তিনি, অতিবৃষ্টিতে শহরের সবচাইতে বেশি প্রভাবিত এলাকা আগরতলার বনমালীপুরে অবস্থিত পুর নিগমের জল নিকাশী পাম্প হাউসও পরিদর্শন করেন।

ইন্টিগ্রেটেড কম্বাইন্ড কন্ট্রোল সেন্টার আইসিসিসি, পরিদর্শনে গিয়ে

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেপ্তার যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২১ অক্টোবর।। যুবতীকে ধর্ষণের দায়ে পুলিশের জালে আটক হল অভিযুক্ত ধর্ষক। এই ধর্ষনকাণ্ডে রাজ্যের ফটিকরায় থানা এলাকায় ছড়িয়েছে চাঞ্চল্য। রাজ্যে সংখ্যালঘু যুবক দ্বারা ধর্ষনের শিকার এক ভিন ধর্মী যুবতী। ধর্ষিতার অভিযোগমূলে পুলিশের হাতে আটক ধর্ষক শামিম আলী। ঘটনা রাজ্যের ফটিকরায় থানাধীন কাঞ্চনবাড়ী এলাকায়।

সংখ্যালঘু এক যুবক দ্বারা ভীন ধর্মী যুবতীকে ধর্ষণের মামলা রজু হলো ঊনকোটি জেলার ফটিকরায় থানায়। আর এনিয়েই দেখা দিয়েছে ব্যাপক চাঞ্চল্য। অভিযোগ, জেলা সদর কৈলাশহর ইসবপুর এলাকার সংখ্যালঘু যুবক শামিম আলী কাঞ্চনবাড়ী এলাকার ভিনধর্মী এক যুবতীর কাছে নিজের পরিচয় গোপন রেখে তার সাথে

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে আইন শৃঙ্খলা অতীতের তুলনায় অনেকটাই ভাল ঃ ডিজিপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ অক্টোবর ।। বর্তমানে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা অতীতের তুলানায় অনেকটাই ভাল আছে। আজ পুলিশ স্মৃতি দিবসে এমনটাই দাবি করলেন রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক অমিতাভ রঞ্জন।

আজ মনোরঞ্জন দেববর্মা স্মৃতি স্টেডিয়ামে এডি নগর পুলিশ লাইনে পুলিশ স্মৃতি দিবস পালন করা হয়েছে। এদিন এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সরকারের মুখ্য সচিব জে কে সিনহা এবং পুলিশের মহা নির্দেশক অমিতাভ রঞ্জন এবং অনুরাগ,আইপিএস অতিরিক্ত পুলিশ মহানির্দেশক (আইন শৃঙ্খলা) সহ অন্যান্য পুলিশের আধিকারিকরা।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অমিতাভ রঞ্জন বলেন, ১০ বছরের রের্কড খতিয়ে দেখলে বিগত দিনের তুলনায় রাজ্যে আইন শৃঙ্খলা আমূল পরিবর্তন হয়েছে। কোথাও অপ্রীতিকর ঘটনার খবর আসলে পুলিশ সাথে সাথে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

তাঁর দাবি, অপরাধের সাথে যুক্ত কাউকেই ছাড়া হয় না। পুলিশের উপর কোনো ধরণের চাপ নেই। রাজ্যে অপরাধের ঘটনা অনেক কমেছে।

"MARTYRS MEMORIAL"
In memory of those Policemen who laid down their lives at the call of duty.
1999-2000
2000-2001
2001-2002

সব্জির দামে নাজেহাল সাধারণ মানুষ প্রশাসনের নজরদারি নিয়ে বাড়ছে ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ অক্টোবর ।। সব্জির চড়া মূল্যের ছ্যাকায় সাধারণ মানুষের প্রাণ ওষ্ঠাগত। এমনই অবস্থা, মাছ-মাংসের থেকেও সব্জির দাম ক্রেতার নাগালের বাইরে চলে গেছে।

ফলে, বাজারে গিয়ে সাধারণ মানুষ দিশেহারা হয়ে পড়ছেন। তাঁদের মধ্যে ক্ষোভ ক্রমশ চরম আকার ধারণ করছে।

জনৈক ক্রেতার কথায়, প্রতি কেজি ১০০ টাকার কমে সব্জি কেনা দায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিক্রেতার কাছে গিয়ে সব্জির দাম শুনলেই ভিমরি খাওয়ার উপক্রম হয়েছে।

ফলে, বাধ্য হয়ে অর্ধেক বাজার করেই ঘরমুখো হতে হচ্ছে। কারণ, সব্জির মূল্য এতটাই চড়েছে হাত দিলেই ছ্যাকা লাগছে। জনৈক ক্রেতা বিদ্রুপ করে বলেন, পকেট ভর্তি টাকা নিয়ে বাজারে গেলেও থলে ভরে সব্জি কিনে বাড়ি যাওয়া সম্ভব নয়। বরং, মাছ-মাংসে এখন তুলনামূলক খরচ কম হচ্ছে।

ওই ক্রেতার বক্তব্য, লক্ষ্মী পুজোর সময় থেকেই বাজারে সব্জির দাম আকাশ ছুয়েছে। পরিস্থিতি ক্রমশ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে, কিন্তু, প্রশাসনের এ-বিষয়ে হেলদোল লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। তিনি উষ্মা প্রকাশ করে বলেন, প্রশাসনের নিষ্ক্রিয় ভূমিকা সাধারণ মানুষকে নাজেহাল করে ছাড়ছে। তাঁর অভিযোগ, সব্জি বিক্রেতারা যেমন খুশি দাম হাঁকছেন। ফলে, বাজারে গিয়ে আমরা হতভম্ব হয়ে পড়ছি। তাঁর দাবি, বাজারে সব্জির মূল্য নিয়ন্ত্রণে অবিলম্বে প্রশাসনিক ব্যবস্থা না নেওয়া হলে সাধারণ মানুষের ক্ষোভের বিস্ফোরণ হবে।

২৪ ও ২৫ অক্টোবর

ধেয়ে আসছে ঘূর্ণিঝড় প্রভাব পড়বে রাজ্যেও

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ অক্টোবর ।। ঘূর্ণিঝড় 'দানা'র প্রভাব পড়বে ত্রিপুরায়। অন্তত, আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাসে এমনটাই অনুমান করা হচ্ছে। আগামী ২৪ ও ২৫ অক্টোবর রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় হাল্কা থেকে মাঝারি বৃষ্টি/ বজ্রবৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা আছে বলে আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে। প্রসঙ্গত, উত্তর আন্দামান সাগর এবং সংলগ্ন বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণাবর্তের প্রভাবে বঙ্গোপসাগরে তৈরি হয়েছে নিম্নচাপ অঞ্চল। তিন দিনের মধ্যেই জন্ম নিতে পারে ঘূর্ণিঝড়। এই ঘূর্ণিঝড়ের নামকরণ হয়েছে 'দানা'। কাতার এই নাম রেখেছে। দুর্যোগের সম্ভাবনা নিয়ে আবহাওয়া দপ্তর থেকে সতর্কতা জারি করা হয়েছে। মৌসম বিভাগ অনুমান করছে, উপকূলের কাছে ঘণ্টায় ১৩৫ কিলোমিটার বেগে ঝড় বইবে। তাই, উপকূলবর্তী রাজ্যের আবহাওয়ার

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সীমান্তরক্ষীর বাড়িতে চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ অক্টোবর ।। বাড়ির মালিকের অনুপস্থিতির সুযোগে বিএসএফ জওয়ানের বাড়িতে চোরের দল হানা দিয়েছে। চোরের দল হানা দিয়ে ১১ ভরি স্বর্ণালংকার সহ নগদ ১১ হাজার টাকা নিয়ে পালিয়েছে। ওই ঘটনায় গোটা এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, বিশালগড় নারাউড়া এলাকার নিবাসী বিএসএফ জওয়ান মনোরঞ্জন ঘোষ ও তার সহধর্মিনীকে নিয়ে রবিবারে বড় মেয়ের বাড়িতে বেড়াতে

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

শ্লীলতাহানির অভিযোগে মামলা দায়ের থানায় সুবিচারের দাবি নির্যাতিতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২১ অক্টোবর।। শ্লীলতাহানির মামলায় লঘু ধারায় এসডিএম আদালতে মামলা পাঠালো ইরানি থানা পুলিশ। শ্রীনাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে বাসিন্দা এক মহিলা যিনি চার সন্তানের জননী। একই ওয়ার্ডের বাসিন্দা তাজ উদ্দিন উক্ত মহিলাকে বাড়িতে ডেকে নিয়ে কুকাজ করার জন্য জোর জবরদস্তি করে বলে অভিযোগ। মহিলার শ্লীলতাহানি করার চেষ্টা করে বলে অভিযোগ। কিন্তু কোনক্রমে ওই মহিলা আত্মরক্ষা করে পালিয়ে আসে। ঘটনাটি ঘটে গত ৩/১০/২০২৪তারিখে।

ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মহিলা পরেরদিন ইরানি থানায় অভিযোগ দায়ের করে। মহিলাটির অভিযোগ তের চৌদ্দ মাস আগে তাজ উদ্দিন উক্ত মহিলাকে বলে তোকে একটি সরকারি আবাসন (ঘর) পাইয়ে দেবে যদি আমাকে তের হাজার টাকা দিস। গ্রামের দরিদ্র মহিলা কথা বিশ্বাস করে বন্ধন ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে তাজ উদ্দিনকে তের হাজার টাকা দেয়। মাসের পর মাস চলে যায়। ঘরের

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নেশার বিরুদ্ধে ও চাকরির দাবিতে শহরে যুব কংগ্রেসের প্রতিবাদ মিছিল

নেশা নয় চাকরি চাই
Tripura Pradesh Youth Congress
HALLA BOL
জেলা যুব কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ অক্টোবর ।।নেশা নয় চাকরি চাই এই স্লোগানকে সামনে রেখে আজ শহরে সদর জেলা যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ মিছিল করা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে মিছিল শেষে শ্রম অধিদপ্তরের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন কর্মী সর্মথকরা।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে যুব কংগ্রেস সভাপতি নীলকমল সাহা জানিয়েছেন, ২০১৮ সালে ত্রিপুরায় বিজেপি সরকার রাজ্যবাসীর কাছে বহু প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। বেকারদের কর্মসংস্থান থেকে শুরু করে নেশা মুক্ত ত্রিপুরা গড়বে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই করে নি। উল্টো রাজ্যের প্রত্যেক ঘরে যুবক যুবতীরা নেশার কড়ালগ্রাসে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।

এদিন তিনি আরও বলেন, রাজ্যের প্রত্যেক জায়গায় কোথাও না কোথাও নেশায় আসক্ত হয়ে যুবকরা খুন, সন্ত্রাস সহ নারী নির্যাতনের কাজে যুক্ত হচ্ছেন। নেশায় আসক্ত হয়ে বিভিন্ন অসামাজিক লিপ্ত হয়ে পড়েছে যুবক। তাতে শাসক দলের নেতা কর্মীরাও যুক্ত রয়েছেন বলে অভিযোগ করেন তিনি। এরই প্রতিবাদে আজ সরব হয়েছে কংগ্রেস।

উড়ালপুলে ফের যান দুর্ঘটনা, আহত এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ অক্টোবর ।। উড়ালপুলে ফের ভয়াবহ যান দুর্ঘটনায় মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছেন বাইক চালক। দুইটি গাড়ি এবং বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে। বর্তমানে বাইক চালক হাসপাতালে চিকিৎসাধীনে রয়েছেন। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, আজ দুপুরে উড়ালপুলে ইকো গাড়ি, অটো ও

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আলোর উৎসবকে ঘিরে মূর্তি পাড়ায় ব্যস্ততা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ অক্টোবর ।। হাতে গোনা কয়েকদিনের অপেক্ষা। তারপরেই আলোর উৎসব দীপাবলি। এই উৎসবকে ঘিরে মৃৎশিল্পীদের ব্যস্ততা তুঙ্গে।

সনাতন ধর্মাবলম্বীদের ১২ মাসের ১৩ পার্বনের অন্যতম একটি পার্বন আলোর উৎসব দীপাবলি। গৃহস্থের কুড়ে ঘর থেকে শুরু করে শহুরে অট্টালিকাতেও রকমারি লাইটের পাশাপাশি মাটির প্রদীপ জ্বালানো হয়। কিন্তু ডিজিটাল যুগে রকমারী এলইডি রাইস লাইটে ভরে থাকে বাজার। আর এই রঙিন টুনি লাইটের চাকচিক্যে যেন হারিয়ে যেতে চলেছে মাটির প্রদীপ। কিন্তু সেই জায়গাতেও আলোর উৎসবের দিনগুলিতে ইলেক্ট্রনিক লাইটের সাথে টক্কর দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে মাটির প্রদীপ।

রাজ্যের বিভিন্ন অংশের পেশাধারী মৃৎশিল্পীরা এখন দিন রাত এক করে মাটির প্রদীপ তৈরীতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

সকাল থেকে রাত পর্যন্ত চলছে মাটির প্রদীপ তৈরির কাজ। রাজ্যে এমনও বহু শিল্পী আছেন যাদের সংসার এই মৃৎশিল্পের উপরই নির্ভরশীল।

তাই দীপাবলির আগেই ক্রেতাদের চাহিদা মেটাতে বাজারে প্রদীপের সম্ভার সাজানোর জন্য তৈরি হচ্ছেন শিল্পীরা। প্রতিবছরই ছোট-বড় বিভিন্ন মাপের প্রদীপ তৈরি করে বিক্রি করে থাকেন।

উৎসবের মরসুমে বাড়তি রোজগারের আশায় বাড়ির বড়দের সঙ্গে সেই কাজে হাত লাগিয়েছেন ছোটরাও। প্রাচীন পরম্পরা অনুযায়ী মাটির প্রদীপ প্রজ্জলনের মাধ্যমেই দীপাবলি উৎসবের সূচনা হয়। তাই বহু মানুষের মধ্যে আজ মাটির প্রদীপ ক্রয় করার আগ্রহ দেখা যায়। এবছর মাটির তৈরি প্রদীপের চাহিদাও অনেকাংশে বেড়েছে বলে দাবী করছেন মৃৎশিল্পীরা। দীপাবলী উৎসব উপলক্ষে প্রদীপের চাহিদা কেমন থাকবে সে দিকেই তাকিয়ে রয়েছেন মৃৎ শিল্পীরা।

আগুনে পুড়ল বসত ঘর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ অক্টোবর ।। আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে বসত ঘর। আজ দুপুর গোলাঘাটি বিধানসভার অন্তর্গত প্রভাপুর এস বি স্কুল সংলগ্ন এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে দমকলবাহিনী।দমকলবাহিনীর দীর্ঘ প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। বিদ্যুতের শর্ট সার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে বলে প্রাথমিক ধারণা এলাকাবাসীর।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, সোমবার দুপুরে গোলাঘাটি বিধানসভার অন্তর্গত প্রভাপুর এস বি স্কুল সংলগ্ন

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ
আগরতলা ২২ অক্টোবর ২০২৪ ইং
৫ কার্ত্তিক মঙ্গলবার, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

সামরিক তৎপরতা কমাইতে একমত ভারত-চিন

দীর্ঘ চার বছর পর ভারত-চিন সম্পর্কে উন্নতি। জানা গিয়াছে, গত কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া সেনা সরানো নিয়া দুই দেশের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনা হইয়াছে। অবশেষে একমত হইয়াছে দুই দেশ। ফলে সেনা সরানো এবং সীমান্ত সমস্যা মেটাইতে ইতিবাচক পদক্ষেপ করিবে দুপক্ষই। , আগামী কাল ব্রিকস সম্মেলনে যোগ দিতে রাশিয়া যাইবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাহার আগেই ভারত-চিন দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে বড়সড় উন্নতি হইল।মোদির সফরের আগে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন বিদেশসচিব বিক্রম মিস্রি। সেখানেই তিনি বলেন, ” গত কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া ভারত এবং চিনের মধ্যস্থতাকারীরা লাগাতার আলোচনা করিয়াছেন। তাহার পরে বেশ কয়েকটি বিষয় নিয়া একমত হইয়াছে দুই দেশ। প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা সংলগ্ন এলাকায় নজরদারি নিয়া আলোচনা হইয়াছে। তাহার পরে সেনা সরানো এবং ২০২০ সাল থেকে তৈরি হওয়া সমস্যাগুলো সমাধান করিতে দুই দেশ পদক্ষেপ করিবে। তবে সীমান্তে নজরদারি চলিবে।

২০২০ সালে গালওয়ান সংঘাতের পর থেকে সীমান্ত এলাকায় কার্যত যুযুধান ছিল দুই দেশ। তাহার পর থেকে একাধিকবার দুই দেশের সেনা বৈঠকে বসিলেও রফাসূত্র মেলেনি। তবে সীমান্তে শান্তি ফেরাইতে গত আগস্ট মাসে ইতিবাচক পদক্ষেপ করে ভারত এবং চিন। দুই দেশের মধ্যে বরফ গলার ইঙ্গিত মিলিয়াছিল সেই বৈঠকেই। অবশেষে সীমান্ত সংঘাত মেটাইতে কিছুটা অগ্রসর হইল দুই দেশ। সীমান্ত এলাকা থেকে সেনা সরাইয়া সামরিক তৎপরতা কমাইবে ভারত এবং চিন। তবে আগের মতোই প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখার এলাকায় চলিবে দুই দেশের সেনার নজরদারি। তবে দুই দেশের সেনা ঠিক কোন কোন বিষয়ে সহমত হইয়াছে, সেই নিয়া বিস্তারিত কিছু তথ্য দেননি বিদেশ সচিব। প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা সংলগ্ন এলাকায় একাধিক সামরিক নির্মাণের অভিযোগ উঠিয়াছে বেজিংয়ের বিরুদ্ধে। বিশ্লেষকদের মতে, ব্রিকস সম্মেলন চলাকালীন মোদির সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে বসিতে পারেন চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। তাহার পরে হয়তো প্রকাশ্যে সরকারিভাবে একমত হওয়ার বিষয়টি ঘোষণা করিবে দুই দেশ।

ভারত ও চীন সামরিক উত্তেজনা কমাইতে সম্মত হয়েছে, যাহা গত কয়েক বছর ধরিয়া সীমান্ত এলাকায় বিশেষত পূর্ব লাদাখ অঞ্চলে চলছিল। উভয় দেশই প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর তাহাদের সেনা উপস্থিতি কমানোর জন্য বিভিন্ন পর্যায়ের আলোচনার মাধ্যমে সমঝোতার চেষ্টা করিতেছে। সাম্প্রতিক কূটনৈতিক ও সামরিক পর্যায়ের আলোচনায়, দুই দেশ উত্তেজনা কমাইয়া সীমান্ত পরিস্থিতি স্থিতিশীল করিবার জন্য একমত হইয়াছে।

এই ধরনের সিদ্ধান্ত নিয়মিত মিটিং ও সমঝোতার মাধ্যমে আসে, যেখানে উভয় পক্ষের সামরিক এবং কূটনৈতিক নেতৃত্ব অংশগ্রহণ করে। তবে চূড়ান্ত সমাধান কতটা কার্যকর হবে তাহা ভবিষ্যতের পরিস্থিতির উপর নির্ভর করিবে।ভারত ও চীনের মধ্যে সামরিক তৎপরতা কমিলে উভয় দেশের জন্য বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ লাভ হইতে পারে ।সামরিক উত্তেজনা কমিলে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর সংঘর্ষ বা বিবাদের সম্ভাবনা কমিয়া যাইবে। এটি সীমান্তের এলাকায় শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখিতে সাহায্য করিবে।সামরিক উত্তেজনা কমিবার ফলে উভয় দেশই তাহাদের প্রতিরক্ষা খরচ কমাইতে পারে এবং সেই অর্থ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ খাতে যেমন অবকাঠামো উন্নয়ন, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা ইত্যাদিতে ব্যয় করিতে পারিবে।সামরিক উত্তেজনা কমানো দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক উন্নয়নে সহায়ক হইবে। এটি আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সহযোগিতার পথ সুগম করিতে পারে, যেমন বাণিজ্য, বিনিয়োগ, এবং প্রযুক্তিগত সহযোগিতা। জনজীবনের নিরাপত্তা: সীমান্তে উত্তেজনা কমিলে সীমান্তবর্তী এলাকার মানুষের জীবনে স্বস্তি আসিবে। সামরিক সংঘর্ষের ঝুঁকি কমিলে তাহারা নিরাপত্তা নিয়া জীবনযাপন করিতে পারিবে। ভারত ও চীন উভয়ই শক্তিশালী আন্তর্জাতিক শক্তি হিসেবে নিজেদের অবস্থান উন্নত করতে চাইছে। সামরিক উত্তেজনা কমালে তারা বিশ্বমঞ্চে আরো গ্রহণযোগ্য ও দায়িত্বশীল শক্তি হিসেবে প্রতিভাত হইবে।

সামরিক উত্তেজনা কমিবার ফলে উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বাড়ানোর সুযোগ তৈরি হইতে পারে, যা অর্থনৈতিক সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করবে।

৯টি বিভাগে ৩৮টি পুরস্কার, মঙ্গলবার জাতীয় জল সম্মান প্রদান করবেন রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ২১ অক্টোবর (হি.স.): রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু মঙ্গলবার, ২২ অক্টোবর নতুন দিল্লিতে জাতীয় জল পুরষ্কার ২০২৩ প্রদান করবেন। কেন্দ্রীয় জল শক্তি মন্ত্রক ৯টি বিভাগে ইতিমধ্যেই মোট ৩৮টি পুরস্কার ঘোষণা করেছে। এই বিভাগগুলির মধ্যে রয়েছে সেরা রাজ্য, সেরা জেলা, সেরা গ্রাম পঞ্চায়েত, সেরা নগর পালিকা, সেরা জল ব্যবহারকারী সংগঠন এবং সেরা নাগরিক সমাজ।সেরা রাজ্য বিভাগে প্রথম হয়েছে ওড়িশা। উত্তর প্রদেশ দ্বিতীয় এবং গুজরাট ও পুদুচেরি যৌথভাবে তৃতীয় হয়েছে। ট্রফি এবং শংসাপত্র ছাড়াও প্রতি বিজেতা পাবে নগদ পুরস্কার। উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রক, সেরা রাজ্য, সেরা জেলা, সেরা গ্রাম পঞ্চায়েত, সেরা নগর পালিকা সংস্থা, সেরা জল ব্যবহারকারী সমিতি এবং সেরা নাগরিক সমাজ-সহ ৯টি বিভাগে ৩৮টি পুরস্কারের ঘোষণা করেছে।

জম্মু ও কাশ্মীরের গাণ্ডেরবালে সন্ত্রাসবাদী হামলায় নিহত ৭ জন

শ্রীনগর, ২১ অক্টোবর (হি.স.): রবিবার রাতে জম্মু ও কাশ্মীরের গাণ্ডেরবাল জেলার গগনগীর এলাকায় সন্ত্রাসবাদী হামলা হয়। এই হামলায় ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গেছে, আহত হয়েছেন আরও ৫ জন। আহতদের সবাইকে শ্রীনগর মেডিকেল কলেজে ভর্তি করা হয়েছে। মৃতদের মধ্যে একজন ডাক্তার রয়েছেন। বাকিরা শ্রমিক।

জানা যাচ্ছে, ওই এলাকায় টানেল নির্মাণের কাজ চলছিল। সেইসময়ই এই সন্ত্রাসবাদী হামলা হয়। হামলার পরপরই জওয়ানরা পুরো এলাকা ঘিরে ফেলে। সন্ত্রাসবাদীদের ধরতে তল্লাশি অভিযান চালানো হচ্ছে। ঘটনাস্থলে পৌঁছন কাশ্মীরের আইজি। উল্লেখ্য, যে এলাকায় সন্ত্রাসবাদী হামলা হয়েছে সেটি মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহর গাণ্ডেরবাল বিধানসভা কেন্দ্রে পড়ে। মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহ এই হামলার নিন্দা করেছেন এবং নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন।

দীর্ঘ দিনের দাবি পূরণ, লালকুয়ান-বান্দ্রা টার্মিনাস ট্রেনের উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী ধামি

দেহরাদূন, ২১ অক্টোবর (হি.স.): উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি সোমবার সকালে ভার্চুয়ালি লালকুয়ান-বান্দ্রা টার্মিনাস সুপার এক্সপ্রেস (ট্রেন নম্বর-২২৫৪৪)-এর শুভ উদ্বোধন করেছেন। দেহরাদূনে মুখ্যমন্ত্রী বাসভবন অডিটোরিয়াম থেকে পতাকা নেড়ে এই ট্রেনের শুভ উদ্বোধন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ধামি।এই ট্রেনের উদ্বোধন করার পর মুখ্যমন্ত্রী ধামি বলেছেন, ’নিম করোলি বাবার আশীর্বাদে লালকুয়ান থেকে বান্দ্রা পর্যন্ত ট্রেন চলাচলের স্বপ্ন এবং মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ হয়েছে।

শ্রীশ্রীগোবর্দন পুজো

অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়

স্বামী ত্যাগিবরানন্দ লিখেছেন — ‘সমগ্র বিশ্বের অধিকাংশ নরনারীই যাঁর রূপে, গুণে, জ্ঞানে, ত্যাগে, মহিমায় মুগ্ধ, যিনি সনাতন ধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবক্তা, বেদান্তের সর্বোৎকৃষ্ট ভাস্যকার, সামাজিক-আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক নবজাগরণের যিনি অগ্রদূত, ভিন্ন দার্শনিক মতবাদের যিনি সমন্বয়াচার্যরূপে প্রতিভাত, যিনি অনেককেই রাজা করেছেন কিন্তু নিজে কখনও রাজা হননি, যাঁর মস্তিষ্কের উৎকর্ষতায় হৃদয়বত্তায় ও কর্মনৈপুণ্যতায় নবপ্রজন্মের মাথাও অবনবত, যাঁকে নির্দ্বিধায় আদর্শ নাগরিক, যোদ্ধা, মন্ত্রী হিসেবে শ্রেষ্ঠত্বের স্থায়ী আসনে বসানো যায়, যাঁর অসাধারণ বিদ্যাবত্তা, কবি-প্রতিভা ও সুমিষ্ট ব্যবহারে বিশ্বমানব বিমোহিত’।

কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে পালিত হয় শ্রীশ্রী গোবর্দন পুজো। ত্রেতাযুগে বিষ্ণুর অবতার রূপে জন্মেছিলেন অযোধ্যার শ্রীরামচন্দ্র। দ্বাপরযুগে অবতার রূপে এসেছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। অবতার রূপ ধারণ করে যারাই এই পৃথিবীতে আসেন তাঁরা সকলেই স্বেচ্ছায় জন্মগ্রহণ করেন। অবশ্য আসার আগে তাঁরা জানান দিয়ে আসেন। সংকেতের মাধ্যমে আমাদের ইঙ্গিত আভাষ দিয়ে আসেন। যদিও ঐ সংকেতের অর্থ সকলের পক্ষে হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব হয় না। মুষ্টিমেয় উচ্চ সংস্কার যুক্ত শুদ্ধাত্মা কিছু ব্যক্তির পক্ষেই অবতার বরিষ্ঠ সেই যুগপুরুষটির স্বরূপ আবিস্কার করা সম্ভব হয়। কিন্তু আধ্যাত্মিক ব্যাপারগুলো সর্বযুগে সর্বক্ষেত্রে একই নিয়মে বাঁধা থাকে। বিশেষ কোন পরিবর্তন চোখে পড়ে না। তাঁরা দৈব শক্তিতে বলীয়ান হয়ে পৃথিবীর রং পাল্টাতে আসেন। অথচ তাঁদের চরিত্রে কোন পাঁক লাগে না। অর্থাৎ ‘আমি রাঁধিব বাড়িব ব্যাঞ্জন কাটিব তবু হাড়ি ছোঁব না’ অনেকটা এই রকম ভাব। তাঁদের নির্দিষ্ট কাজ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সমাধা করতে হয় বলেই তাঁদের জীবনে উচ্ছ্বাস বলে কিছু থাকে না। তাঁদের সবকিছুতেই মার্জিত ও সংযত ভাব পরিলক্ষিত হয়। এটাই তাঁদের চরিত্রের একমাত্র বৈশিষ্ঠ। তাঁদের জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যাবতীয় কর্মকান্ডের নাম লীলাখেলা। তাঁদের সেই লীলাখেলার ভেতরেই লুকিয়ে থাকে তাঁর আসল স্বরূপ। বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে তাঁকে আবিস্কার করতে হয়। সেই আবিস্কারের মধ্যে তাঁর মহান চরিত্রের অনেকটাই ঘণ যামিনীর আড়ালে লুকিয়ে থাকে। সেই কারণে তাঁকে সম্পূর্ণ রূপে চেনা সম্ভব হয় না। কারণ অসীমকে কখনো কোন অবস্থাতেই সীমার মধ্যে আবদ্ধ করা যায় না। আকাশটাকে মাপার মতো মানুষের তৈরী কোন ফিতে আছে কী ? অবতার পুরুষরা নিজেদের কখনো প্রকাশ করতে চান না। তাঁরা নিজেদের আত্ম পরিচয় দিতে কুণ্ঠা বোধ করেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ নিজের সম্পর্কে যেমন বলতেন — ‘আমি অণুর অণু, রেণুর রেণু সকলের দাসের দাস’। তাঁরা নিজেকে আড়াল করে রাখতেই বেশি ভালোবাসেন। ধরা পড়ে গেলে লুকোচুরি খেলার আনন্দটা যে একেবারেই মাটি হয়ে যায়। তাই সে একেবারেই চান না ধরা দিতে। অথচ তাঁরই ফাঁকে ফাঁকে চলে লীলাখেলা। সাধারণ মানুষ শিশুর অবাক বিস্ময় ভরা চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকে কেবল। তাঁদের সমুদ্রের মতো গভীর এবং আকাশের ন্যায় বিশাল, বিরাট ও বিপুল অস্তিত্বকে অনুধাবন করার সাধ্য কোথায় আমাদের ?

এবার আসি শ্রীকৃষ্ণ কে ছিলেন সেই কথায়। কৃষ্ণ এই পৃথিবীর বুকে আবির্ভূত হয়েছিলেন ২১/৭/৩২২৮ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দে এবং ১২৫ বছর ৭ মাস ও ৬ দিন এই পৃথিবীর বুকে পদচারণা করেছিলেন। তাঁর দেহাবসান হয়েছিল ১৮/২/৩১০২ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দে অর্থাৎ আজ থেকে ৫১২২ বছর পূর্বেও তিনি স্বমহিমায় এই পৃথিবীর বুকে জীবিত ছিলেন। সে আজ কতকাল আগের কথা ! তবু গোটা ভারতবর্ষে এমন একজনকেও পাওয়া যাবে না যে নাকি শ্রীকৃষ্ণের নাম শোনেনি বা তাঁকে চেনে না। এর দ্বারাই স্পষ্ট প্রমানিত যে তিনি কতবড় মাপের মানুষ ছিলেন ! সীমার মাঝে তিনি ছিলেন অসীম।

স্বামী ত্যাগিবরানন্দ লিখেছেন — ‘সমগ্র বিশ্বের অধিকাংশ নরনারীই যাঁর রূপে, গুণে, জ্ঞানে, ত্যাগে, মহিমায় মুগ্ধ, যিনি সনাতন ধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবক্তা, বেদান্তের সর্বোৎকৃষ্ট ভাস্যকার, সামাজিক-আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক নবজাগরণের যিনি অগ্রদূত, ভিন্ন দার্শনিক মতবাদের যিনি সমন্বয়াচার্যরূপে প্রতিভাত, যিনি অনেককেই রাজা করেছেন কিন্তু নিজে কখনও রাজা হননি, যাঁর মস্তিষ্কের উৎকর্ষতায় হৃদয়বত্তায় ও কর্মনৈপুণ্যতায় নবপ্রজন্মের মাথাও অবনবত, যাঁকে নির্দ্বিধায় আদর্শ নাগরিক, যোদ্ধা, মন্ত্রী হিসেবে শ্রেষ্ঠত্বের স্থায়ী আসনে বসানো যায়, যাঁর অসাধারণ বিদ্যাবত্তা, কবি-প্রতিভা ও সুমিষ্ট ব্যবহারে বিশ্বমানব বিমোহিত’।

সহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন — ‘লৌকিক বিশ্বাস শ্রীকৃষ্ণ পান্ডবের সুহৃদ এবং কৌরবের শত্রু কিন্তু বাস্তবিক তিনি ছিলেন ধর্মের পক্ষে ও অধর্মের বিপক্ষে। তাঁর কোন পক্ষপাতীত্ব ছিল না। যে মানবতার শত্রু সেই কৃষ্ণের শত্রু। কেন না, আদর্শ পুরুষ সর্বভূতে আপনাকে (স্বরূপকে) দেখেন, তাছাড়া তাঁর অন্য প্রকার আত্মজ্ঞান নেই’।

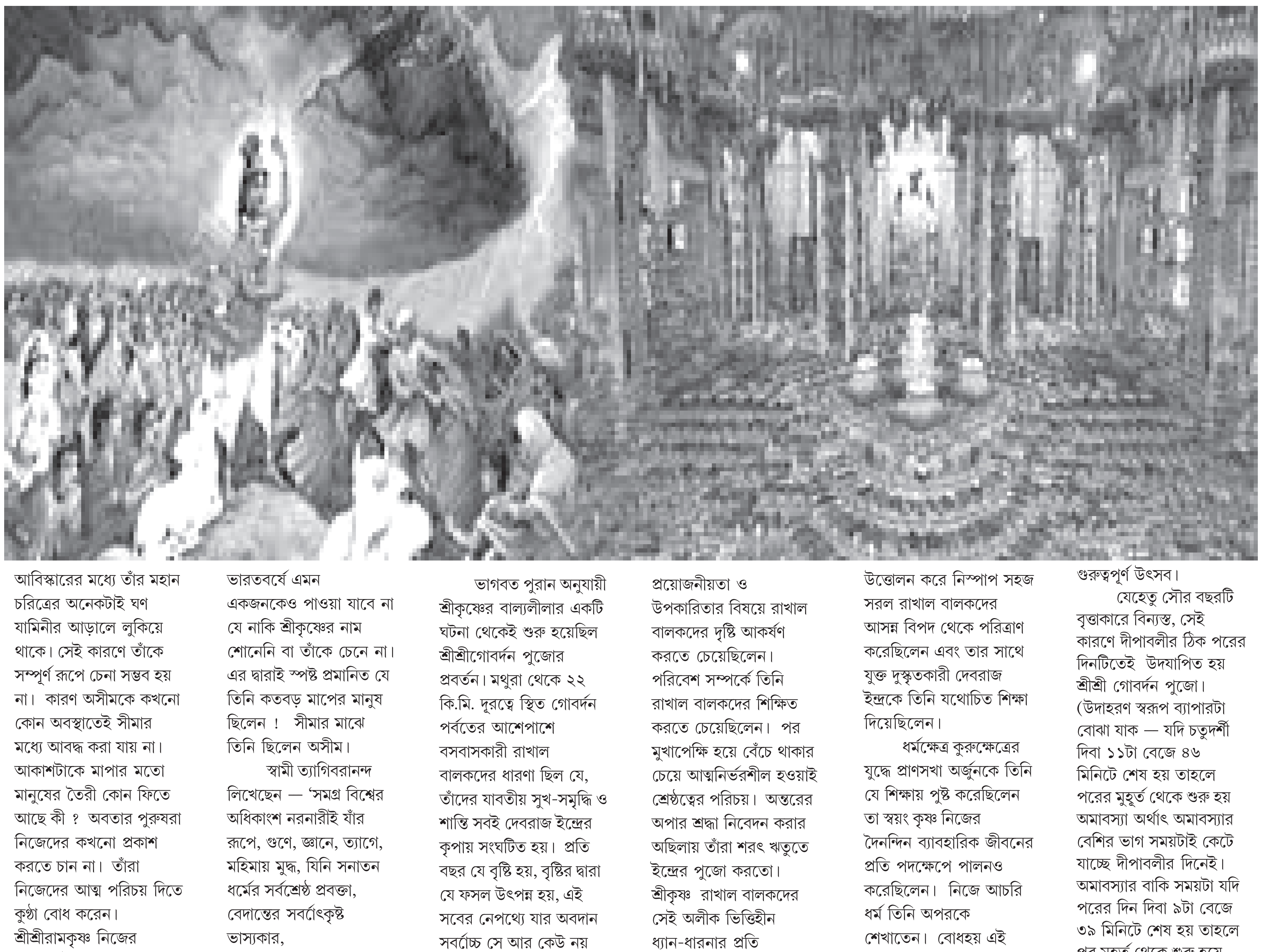

ভাগবত পুরান অনুযায়ী শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার একটি ঘটনা থেকেই শুরু হয়েছিল শ্রীশ্রীগোবর্দন পুজোর প্রবর্তন। মথুরা থেকে ২২ কি.মি. দূরত্বে স্থিত গোবর্দন পর্বতের আশেপাশে বসবাসকারী রাখাল বালকদের ধারণা ছিল যে, তাঁদের যাবতীয় সুখ-সমৃদ্ধি ও শান্তি সবই দেবরাজ ইন্দ্রের কৃপায় সংঘটিত হয়। প্রতি বছর যে বৃষ্টি হয়, বৃষ্টির দ্বারা যে ফসল উৎপন্ন হয়, এই সবের নেপথ্যে যার অবদান সর্বোচ্চ সে আর কেউ নয় —স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র। ইন্দ্রের কৃপা ব্যতীত তাঁদের জীবন অসহায় ও বিপন্ন। দেবরাজ ইন্দ্রের প্রতি তাঁদের অন্তর্গভীরে লুকানো ছিল অপরিসিম কৃতজ্ঞতা। ইন্দ্রের প্রতি তাঁদের বংশ পরম্পরাগত নির্ভরতা ও দুর্বলতা হেতু তাঁরা নিজেদের প্রতি ছিলেন চির উদাসীন। রাখাল বালকদের সেই অলীক ভিত্তিহীন দৃঢ় বিশ্বাসের প্রতি যিনি প্রথম কুঠারাঘাত করেছিলেন তিনি আর কেউ নন ভগবত গীতার সাকার বিগ্রহ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, বিষ্ণুর অবতার। রাখাল বালকদের তিনি বুঝিয়েছিলেন যে, তাঁদের যাবতীয় সুখ-সমৃদ্ধি ও শান্তির পেছনে যার অবদান বিশেষভাবে উল্লেখনীয় তিনি দেবরাজ ইন্দ্র নন গোবর্দন পর্বত। গোবর্দন পর্বতের উপর আস্থাশীল হওয়া তাঁদের পক্ষে অবশ্য কর্তব্য। ইন্দ্রের কৃপায় নয় বরং উক্ত পর্বতের কৃপাতেই তাঁদের জীবন নির্বাহ হয়ে আসছে আজীবন। শ্রীকৃষ্ণ উদাহরণ স্বরূপ চির উপেক্ষিত ও অবহেলিত পাহাড়-পর্বতের প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতার বিষয়ে রাখাল বালকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছিলেন। পরিবেশ সম্পর্কে তিনি রাখাল বালকদের শিক্ষিত করতে চেয়েছিলেন। পর মুখাপেক্ষি হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে আত্মনির্ভরশীল হওয়াই শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয়। অন্তরের অপার শ্রদ্ধা নিবেদন করার অছিলায় তাঁরা শরৎ ঋতুতে ইন্দ্রের পুজো করতো। শ্রীকৃষ্ণ রাখাল বালকদের সেই অলীক ভিত্তিহীন ধ্যান-ধারনার প্রতি বিরুদ্ধাচারণ হেতু তাঁদের সনাতনী দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনে তৎপর হয়ে উঠেছিলেন। তিনি শিক্ষাদান করেছিলেন, দেবরাজ ইন্দ্র নয় বরং গোবর্দন পর্বতই তাঁদের জীবন নির্বাহের প্রধান সহায়ক। তাঁদের সুখ সমৃদ্ধির পেছনে গোবর্দন পর্বতের অবদান অনস্বীকার্য। গোবর্দন পর্বতই তাঁদের আত্মনির্ভরশীল হতে শিখিয়েছিলেন। অবশেষে রাখাল বালকেরা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে সুহৃদ শ্রীকৃষ্ণের কথায় অনুপ্রানিত হয়ে উঠেছিলেন। ফলঃ স্বরূপ কৃষ্ণের প্ররোচনায় ইন্দ্রের শ্রেষ্ঠত্ব ও গুরুত্ব উভয়ই চিরতরে ক্ষুন্ন হওয়ায় তিনি রাখাল বালক ও কৃষ্ণের প্রতি ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন। ক্রোধ বশতঃ তিনি প্রতিবাদ স্বরূপ পৃথিবীর বুকে প্রবল বর্ষণ শুরু করেন। ক্রমাগত সাত-আট দিন কাল ব্যাপী বর্ষণের ফলে সাধারণ জীবনযাত্রা প্রায় অচল হয়ে পড়েছিল। অতঃপর ‘পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুস্কৃতাম এই কথার সত্যতা প্রমানিত করার উদ্দেশ্যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ তাঁর কনিষ্ঠ আঙ্গুলের সাহায্যে গোবর্দন পর্বতকে নিজের দৈবশক্তি বলে উত্তোলন করে নিস্পাপ সহজ সরল রাখাল বালকদের আসন্ন বিপদ থেকে পরিত্রাণ করেছিলেন এবং তার সাথে যুক্ত দুস্কৃতকারী দেবরাজ ইন্দ্রকে তিনি যথোচিত শিক্ষা দিয়েছিলেন।

ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে প্রাণসখা অর্জুনকে তিনি যে শিক্ষায় পুষ্ট করেছিলেন তা স্বয়ং কৃষ্ণ নিজের দৈনন্দিন ব্যাবহারিক জীবনের প্রতি পদক্ষেপে পালনও করেছিলেন। নিজে আচরি ধর্ম তিনি অপরকে শেখাতেন। বোধহয় এই একটি মাত্র কারণেই পৃথিবীতে কেউ অবতার পদে অধিষ্ঠিত হন।

সেই থেকে গোবর্দন পুজোর মাধ্যমে জগৎবাসী শ্রীকৃষ্ণের মহানুভবতার প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে আসছেন। গোবর্দন পর্বতকেই সাক্ষাৎ কৃষ্ণ রূপে ব্রজবাসীরা পুজো করতে শুরু করেন। গোবর্দন পুজো বহু প্রাচীন রীতির মধ্যে অন্যতম। পর্যটকদের ক্ষেত্রে গোবর্দন পর্বত একটি প্রধান দর্শনীয় স্থান। যদিও ভক্তজনেরা তাঁদের অবদমিত অপার কৌতূহল বশতঃ সেখানে গিয়ে যে বাস্তব অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরে আসেন তা না বলাই ভাল। দূর থেকে ঢোলের আওয়াজ শ্রবণ ইন্দ্রিয়ে যতই মধু ঢালতে সক্ষম হোক না কেন কাছে গিয়ে শুনলে অনেক সময় মোহভঙ্গ হওয়ার আশঙ্কা থাকে। সবই আছে সেই একই জায়গায়, নেই শুধু মথুরা নগর শ্রেষ্ঠ সেই শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ বিহীন মথুরা, বৃন্দাবন, গোকুল বা দ্বারকা আজ শূন্য, প্রাণহীন। দিন-প্রতিদিন সেই ঐতিহ্যবাহী সনাতন গোবর্দন পর্বতের উচ্চতা কর্মান্বয়ে একটু একটু করে হ্রাস পাচ্ছে। পৃথিবীর ইতিহাসে এ এক অত্যাশ্চর্য অলৌকিক ঘটনা। স্থানীয় ব্রজবাসীদের মতানুযায়ী মানুষের কলুষিত জীবনযাত্রার ফলঃস্বরূপ অদূর ভবিষ্যতে গোবর্দন পর্বত যে মৃত্তিকা গর্ভে তলিয়ে যাবে সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কালের প্রভাবে আজ সে অবহেলিত ও পরিত্যক্ত। অধুনা সুদূর অতীতের সাক্ষী মাত্র !

পর্বত উত্তোলনের দিনটিকে চিরস্মরণীয় করার পক্ষে যাঁরা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত তাঁরা ব্রজভূমির সেই রাখাল বালক। অদ্যাবধি ব্রজের গোবর্দন পুজোর পরিচালনার ভার তাঁদেরই হাতে। মথুরা, বৃন্দাবন ও গোকুলবাসী ব্রাহ্মনরাও এই পুজোয় সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। অগণিত মানুষের ভিড়ে ব্রজভূমি হয়ে ওঠে মুখরিত। বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বীদের বিচারে গোবর্দন পুজো একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ উৎসব।

যেহেতু সৌর বছরটি বৃত্তাকারে বিন্যস্ত, সেই কারণে দীপাবলীর ঠিক পরের দিনটিতেই উদযাপিত হয় শ্রীশ্রী গোবর্দন পুজো। (উদাহরণ স্বরূপ ব্যাপারটা বোঝা যাক — যদি চতুর্দশী দিবা ১১টা বেজে ৪৬ মিনিটে শেষ হয় তাহলে পরের মুহূর্ত থেকে শুরু হয় অমাবস্যা অর্থাৎ অমাবস্যার বেশির ভাগ সময়টাই কেটে যাচ্ছে দীপাবলীর দিনেই। অমাবস্যার বাকি সময়টা যদি পরের দিন দিবা ৯টা বেজে ৩৯ মিনিটে শেষ হয় তাহলে পর মুহূর্ত থেকে শুরু হয়ে যায় প্রতিপদ)

ফসল কাটার উৎসব হেতু গোবর্দন পুজোর প্রয়োজনীয় সামগ্রী হিসেবে নিবেদিত হয় ঘরোয়া শাক-সব্জি, তরকারি, ফুল, ফল ইত্যাদি। ছাপ্পান্ন প্রকার ব্যঞ্জন সহযোগে গোবর্দন পুজো করার নিয়ম।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

পুলিশ স্মরণ দিবস পালন করল উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আরপিএফ

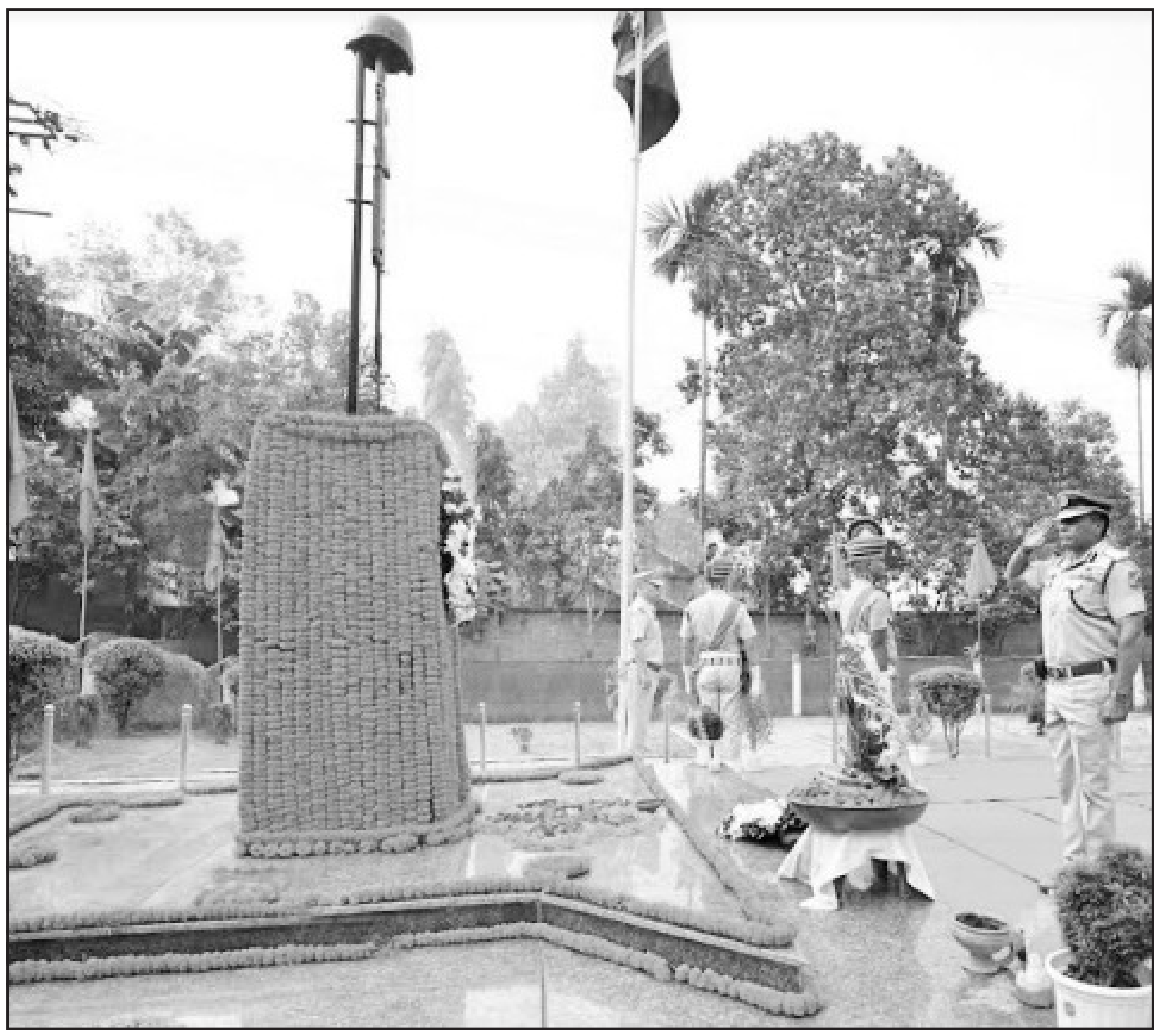

মালিগাঁও, ২১ অক্টোবর, ২০২৪: উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের (এনএফআর) রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ) ২১ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখে সততার সাথে পুলিশ স্মরণ দিবস পালন করেছে। মালিগাঁওয়ের আরপিএফ রিজার্ভ লাইনে দেশজুড়ে কর্তব্য পালনের সময় জীবন উৎসর্গ করা আরপিএফ জওয়ানদের বীরত্ব, ত্যাগ ও একনিষ্ঠতার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের মাধ্যমে এই দিবস উদযাপন করা হয়। বৃহত্তর গুয়াহাটি এলাকার কর্মীদের পাশাপাশি বরিষ্ঠ আরপিএফ আধিকারিকরা সাহসী জওয়ানদের শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে আরপিএফ-এর এক গাম্ভীর্যপূর্ণ প্যারেড অনুষ্ঠিত হয়, এরপর শহিদ বীরদের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। এছাড়াও জনগণের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা বজায় রাখার ক্ষেত্রে, বিশেষত দেশের অন্যতম জীবনরেখা রেলওয়ের সুরক্ষার ক্ষেত্রে আরপিএফ-এর ভূমিকার উপর আলোকপাত করা হয়। অনুষ্ঠানে রেল পরিষেবার সুগম ও সুরক্ষিত কার্যকলাপ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে রেলওয়ে নিরাপত্তা শাখার নিষ্ঠা, সাহসিকতা এবং অমূল্য অবদানের স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ভাষণে ন্যায় ও সেবার মূল্যবোধের প্রতি ঐক্য ও নতুনভাবে উৎসর্গের আহ্বান জানানো হয়, যা উপস্থিত ব্যক্তিদের আরও দায়বদ্ধতার সাথে সমাজকে সুরক্ষিত করার অভিযান অব্যাহত রাখার জন্য অনুপ্রাণিত করে।

শান্তিপুরে বিদ্যালয়ের অভিনব উদ্যোগ, থানার কাজ সম্পর্কে সচেতন হল পড়ুয়ারা

শান্তিপুর, ২১ অক্টোবর (হি.স.): নদিয়ার শান্তিপুর কিডজি এবং শান্তিপুর পাবলিক স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের থানার কাজকর্ম সম্পর্কে সচেতন করতে অভিনব উদ্যোগ গ্রহণ করেছে বিদ্যালয়। সোমবার ছাত্রছাত্রীরা হঠাৎই শান্তিপুর থানায় এসে ভিড় করলে, প্রথমে থানার পুলিশ কর্মীরা কিছুটা অবাক হয়ে গেলেও পরে বিষয়টি স্পষ্ট হয়। বিদ্যালয়ের উদ্যোগে ছাত্রছাত্রীরা থানার কাজ এবং প্রশাসনিক কার্যক্রম সম্পর্কে হাতে-কলমে শিক্ষা নিতে আসে। ছোট ছোট ছাত্রছাত্রীরা সারিবদ্ধভাবে শান্তিপুর থানার কাজকর্ম পর্যবেক্ষণ করে এবং কীভাবে পুলিশ প্রশাসনিক কাজ করে তা সরাসরি দেখার সুযোগ পায়। এ সময় তারা থানার পুলিশ কর্মীদের সঙ্গেও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলে। পুলিশের পক্ষ থেকেও তাদের হাতে ভালোবাসার চিহ্নস্বরূপ চকলেট তুলে দেওয়া হয়।

বিদ্যালয়ের কো-অর্ডিনেটর জানান, প্রতি শিক্ষাবর্ষেই ছাত্রছাত্রীদের ফিল্ড ভিজিটের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রশাসনিক দফতর এবং জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম সম্পর্কে ওয়াকিবহল করা হয়। এর আগে ছাত্রছাত্রীদের পোস্ট অফিস, শপিং মল সহ বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে গিয়ে সেখানকার কার্যক্রমের সঙ্গে পরিচিত করা হয়েছে। এই ধরনের উদ্যোগ ছাত্রছাত্রীদের ছোটবেলা থেকেই সামাজিকভাবে দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে সহায়ক হবে বলে বিদ্যালয়ের কো-অর্ডিনেটর মনে করেন।

এই অভিজ্ঞতায় ছাত্রছাত্রীরাও ভীষণ খুশি এবং তারা ভবিষ্যতে আরও এই ধরনের শিক্ষামূলক ভিজিটের আশায় রয়েছে।

অখিল ভারতীয় সভাপতি নির্বাচিত হলেন খ্যাতিসম্পন্ন বেহালাবাদক মৈসুর মঞ্জুনাথ

কলকাতা, ২১ অক্টোবর (হি.স.) : সংস্কার ভারতীর অখিল ভারতীয় অধ্যক্ষ হলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বেহালাবাদক ডঃ মৈসুর মঞ্জুনাথ। গত ১৯-২০ অক্টোবর ২০২৪-এ আয়োজিত রাজস্থানের জয়পুরে অখিল ভারতীয় সাধারণ সভায় ২০২৪-২০২৭ পর্যন্ত সংস্কার ভারতীর অখিল ভারতীয় অধ্যক্ষের (সভাপতি) দায়িত্বপ্রাপ্ত হলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বেহালা বাদক ডঃ মৈসুর মঞ্জুনাথ। ডঃ মৈসুর মঞ্জুনাথ-এর জন্ম মহীশূরে। বেহালাবাদক পণ্ডিত এস. মহাদেওপ্পা''র সুযোগ্য পুত্র ও শিষ্য। আট বছর বয়সে প্রথম সঙ্গীতানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। উনি মহীশূর ব্রাদার্স -এর একজন। ভারত সরকার প্রদত্ত সঙ্গীত নাটক একাডেমী পুরস্কারে সম্মানিত। তিন দিনের সাধারণ সভায় পুনরায় মহামন্ত্রী বা সাধারণ সম্পাদক মনোনীত হয়েছেন বিশিষ্ট সুরবাহার বাদক ডঃ অশ্বিন এম. দলভী। সহ সভাপতি বা উপাধ্যক্ষ মনোনীত হয়েছেন বিশিষ্ট গবেষক চিন্তাবিদ ডঃ রবীন্দ্র ভারতী, অভিনেতা শ্রী নীতিশ ভরদ্বাজ, শ্রীমতী হেমলতা এস. মোহন। অখিল ভারতীয় সংগঠন সম্পাদক শ্রী অভিজিৎ গোখলে। এছাড়াও অখিল ভারতীয় সংস্কার ভারতীর নবগঠিত সম্পাদকমণ্ডলীতে পশ্চিমবঙ্গ থেকে নীলাঞ্জনা রায়, মহারাষ্ট্র থেকে রবীন্দ্র বেডেকর, আশুতোষ আডোনী, ঝাড়খণ্ড থেকে সঞ্জয় চৌধুরী দিল্লি থেকে অনুপম ভাটনগর। আগামী তিন বছর সংস্কার ভারতী ভারতের সনাতন শাশ্বত সংস্কৃতি রক্ষায় কী ভাবে কাজ করবে তার একাধিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।মূলত মঞ্চীয়কলা, দৃশ্যকলা, লোককলা, সাহিত্য ও কলা ধরোহর। এই পাঁচটি কলাবিধা কে অবলম্বন করে সংস্কার ভারতী তার কাজের বিস্তার ঘটাবে বলে সিদ্ধান্ত হয়। দেশের প্রতিটি রাজ্যের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যযুক্ত উৎসব গুলিকে বিশেষ মর্যাদা ও গুরুত্ব দিয়ে পালন করার পরিকল্পনা হয়। পাশাপাশি মাঘীপূর্ণিমায় ''ভরতমুনি স্মরণজয়ন্তী'' ও গুরুপূর্ণিমায় ''নটরাজ পূজন'' অবশ্য পালনীয় হিসাবে সর্ব সম্মতি ক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

পাশাপাশি ২৬ জানুয়ারি ভারত মাতা পূজন অনুষ্ঠান যথাযথভাবে পালন করার ঘোষণা করা হয়। অখিল ভারতীয় সাধারণ সভায় পশ্চিমবঙ্গ প্রান্ত সমিতির থেকে সভাপতি ডঃ সরূপ প্রসাদ ঘোষ, সাধারণ সম্পাদক তিলক সেনগুপ্ত, কোষাধ্যক্ষ গোপাল কুণ্ডু উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে বাংলা জুড়ে সংস্কার ভারতীর কাজে প্রশাসনিক অসহযোগিতার বিষয়টি উল্লেখিত হয়।

অনশনের সপ্তদশ দিন, ১০-দফা দাবি পূরণ না হলেই সর্বাত্মক ধর্মঘটের হুঁশিয়ারি ডাক্তারদের

কলকাতা, ২১ অক্টোবর (হি.স.): সোমবার সপ্তদশতম দিনে পড়লো ডাক্তারদের অনশন। অনেক আশা নিয়ে, মুখ্যমন্ত্রীর আহ্বানে এদিন বিকেলে বৈঠকে যোগ দিতে যাচ্ছেন আন্দোলনরত ডাক্তাররা। সবাই আশাবাদী, মুখ্যমন্ত্রী হয়তো তাঁদের সব দাবি মেনে নেবেন। নবান্নের সভাঘরে বিকেল পাঁচটা নাগাদ হবে এই বৈঠক।মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সদর্থক আলোচনা হলেই অনশন তুলে নেবেন বলে আগেই জানিয়েছেন জুনিয়র ডাক্তাররা। আর যদি ১০-দফা দাবি পূরণ না হয়, তাহলে মঙ্গলবার থেকে সর্বাত্মক ধর্মঘটে যাবেন ডাক্তাররা। উল্লেখ্য, গত ৫ অক্টোবর থেকে ধর্মতলায় মেট্রো চ্যানেলের সামনে আমরণ অনশনে বসে আছেন ডাক্তাররা।

তেঁতুলকুলিতে অন্নকূটের দুধ নিয়ে বিবাদ, খাটালে হামলার অভিযোগ

হাওড়া, ২১ অক্টোবর (হি.স.): হাওড়ার ডোমজুড় থানার তেঁতুলকুলিতে অন্নকূট উৎসবের জন্য দুধ দিতে না পারায় এক খাটালে হামলার অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় ক্লাবের বিরুদ্ধে। প্রতিবছর এই উৎসবের জন্য খাটাল থেকে বিনামূল্যে দুধ সরবরাহ করা হতো। কিন্তু সোমবার ভোরে ক্লাবের সদস্যরা দুধ নিতে এলে খাটাল কর্তৃপক্ষ জানায়, দুধের মজুত নেই।

এ কথা শোনার পরই দুই পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা ছড়ায় এবং পরিস্থিতি হাতাহাতিতে রূপ নেয়।

PNIT NO: -49/EE/RD/ SNMD/2024-25, Dt./9/10 /2024

The Executive Engineer, RD Sonamura (Dhanpur) Division, R D Department, Sepahijala District, Tripura invites percentage rate e-tender (single stage two bid) in Tripura PWD Form No. 7 from eligible bidders up to 3.00 P.M. of 02/11/2024 for 1 (One) no. construction work amounting to Rs 7,13,376.00 approx. For details, visit website https://tripuratenders.gov.in, Queries related to this PNIT may be sent to the email: eerdsonamura@rediffmail.com. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

ICA/C/2100/24

Executive Engineer RD
Sonamura (Dhanpur)
Division
M:9436592862

চোপড়া মেলায় ঘুরতে গিয়ে বাইক দুর্ঘটনায় মৃত্যু দু''জনের, তিনজন গুরুতর আহত

চোপড়া, ২১ অক্টোবর (হি.স.): উত্তর দিনাজপুর জেলার চোপড়া থানার ঘরুগছ এলাকায় রবিবার রাতে দুটি বাইকের সংঘর্ষে দুই জনের মৃত্যু এবং তিনজনের গুরুতর আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। মেলাতে ঘুরতে গিয়ে বাড়ি ফেরার পথে দুর্ঘটনাটি ঘটেছিল।

মৃতদের মধ্যে একজনের বাড়ি চোপড়া থানার কুমারটল এলাকায়, আরেকজনের বাড়ি দার্জিলিং জেলার বিধাননগর এলাকায়। জানা গিয়েছে, তারা সবাই চোপড়ার জোহরা মেলা দেখতে গিয়েছিলেন। বাড়ি ফেরার পথে দুটি বাইকের মধ্যে সংঘর্ষ হলে ঘটনাস্থলে পাঁচজন গুরুতর আহত হন। আহতদের প্রথমে চোপড়ার দোলুয়া স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে তাদের ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়, যেখানে চিকিৎসক দুইজনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। বাকি তিনজন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ইসলামপুর থানার পুলিশ হাসপাতালে এসে মৃতদেহ দুটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ইসলামপুর মর্গে পাঠিয়েছে। সোমবার সকালে মৃতদেহ তুলে দেওয়া হয় পরিবারের হাতে। ঘটনার পূর্নাঙ্গ তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বাগুইআটিতে জল জমা সমস্যার প্রতিবাদে রাস্তা অবরোধ, এমএলএ আসা পর্যন্ত আন্দোলন চলবে

বাগুইআটি, ২১ অক্টোবর(হি.স.): জল জমার সমস্যায় ভুগতে থাকা বাগুইআটি হাতিয়াড়া সারদা পল্লীর বাসিন্দারা সোমবার সকাল থেকে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করেছেন। ছয় মাস ধরে এলাকায় জমে থাকা জল সমস্যার সমাধান না হওয়ায় ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা দাবি করছেন, যতক্ষণ না এমএলএ এসে পরিস্থিতির মোকাবিলার প্রতিশ্রুতি দেন, ততক্ষণ অবরোধ চলবে।

এলাকার পরিস্থিতি এতটাই ভয়াবহ যে, মানুষ ঠিকমতো যাতায়াত করতে পারছেন না। রাস্তা দিয়ে চলাচলের সময় বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন।

রবিবার বন্দনা পোদ্দার নামে এক গৃহবধূ পড়ে গিয়ে হাত ভেঙেছেন। স্থানীয় কাউন্সিলরের কাছে সমস্যার সমাধান চাওয়া হলে, তিনি মন্তব্য করেন যে, রাস্তায় অ্যাকসিডেন্ট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

এই মন্তব্যে উত্তেজিত হয়ে স্থানীয়রা অবরোধে সামিল হন।

এমএলএ-কে বিষয়টি জানানো হলে তিনি মঙ্গলবারের আগে দেখা করার সময় নেই বলে জানান। এর জেরে, ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা জানিয়েছেন, তারা মঙ্গলবার পর্যন্ত রাস্তা অবরোধ চালিয়ে যাবেন।

ভূপতিনগরে দুই নাবালিকাকে ধর্ষণের চেষ্টা, গ্রেফতার শিক্ষক

পূর্ব মেদিনীপুর, ২১ অক্টোবর(হি.স.): আবারো যৌন নিগ্রহ ঘটনা ঘটলো পূর্ব মেদিনীপুরের ভূপতিনগরে। ভূপতিনগর থানার অন্তর্গত বাসুদেব বেড়িয়া, বাশুলীবাজার এলাকার ঘটনা।অভিযুক্ত শিক্ষক তপন পাহাড়ি বয়স(৬০) তার বিরুদ্ধে অভিযোগ যে গত শনিবার রাত ৯ টার দিকে টিউশন পড়ানোর বাহানায় ছাত্রীদের বাড়িতে ডাকে। আর তার পরই বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগ নিয়ে তাদের যৌন নিগ্রহ করে দুই নাবালিকা ছাত্রীকে। ঘটনার পর ছাত্রীরা বাড়ি ফিরে পরিবারকে জানায়। পরিবারের লোক সমগ্র ঘটনা গ্রামে জানায়। গ্রামের লোকজন জমায়েত হয়ে অভিযুক্ত তপন পাহাড়ির বাড়িতে চড়াও হয়ে মারধর করে বলে জানা গেছে উত্তেজিত জনতা।পরে ঘটনার খবর যায় ভূপতিনগর থানায়। পুলিশ রাতেই এসে ঘটনা স্থল থেকে অভিযুক্ত কে উদ্ধার করে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে আসে। সোমবার নিগৃতা নাবালিকা (বয়স ৯ বছর) দুই ছাত্রীকে উদ্ধার করে কাঁথি মহকুমা হাসপাতালে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার জন্য পাঠানো হয়। পরে তাদের গোপন জবানবন্দি নেওয়া হবে বলেই জানা গেছে।

সোমবার মাঠে ফিরছেন নেইমার

রিয়াদ, ২১ অক্টোবর (হি.স.) : দীর্ঘ এক বছর চোটের কারণে মাঠের বাইরে কাটিয়েছেন নেইমার। তিনি কবে মাঠে ফিরবেন এনিয়ে অনেক জল্পনা চলছিল। সেই জল্পনার অবসান হলো সোমবার। নেইমার নিজেই জানিয়ে দিয়েছেন সোমবার তিনি মাঠে ফিরছেন। আল হিলালের সোশ্যাল মিডিয়ায় দেওয়া এক ভিডিও বিবৃতিতে তিনি একথা জানিয়েছেন নেইমার।

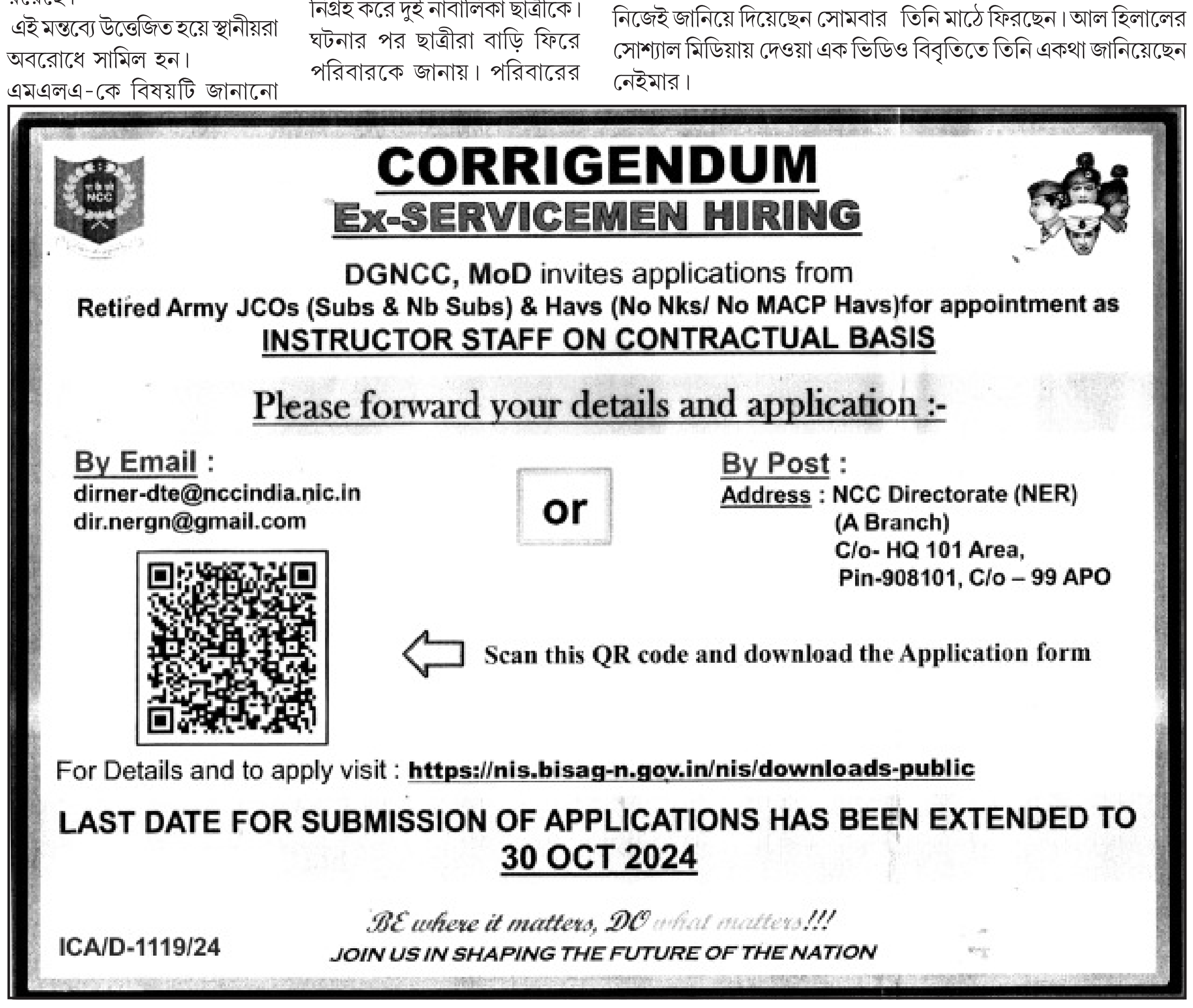

CORRIGENDUM

Ex-SERVICEMEN HIRING

DGNCC, MoD invites applications from

Retired Army JCOs (Subs & Nb Subs) & Havs (No Nks/ No MACP Havs)for appointment as

INSTRUCTOR STAFF ON CONTRACTUAL BASIS

Please forward your details and application :-

By Email :
dirner-dte@nccindia.nic.in
dir.nergn@gmail.com

or

By Post :
Address : NCC Directorate (NER)
(A Branch)
C/o- HQ 101 Area,
Pin-908101, C/o – 99 APO

Scan this QR code and download the Application form

For Details and to apply visit : **https://nis.bisag-n.gov.in/nis/downloads-public**

LAST DATE FOR SUBMISSION OF APPLICATIONS HAS BEEN EXTENDED TO 30 OCT 2024

ICA/D-1119/24

BE where it matters, DO what matters!!!

JOIN US IN SHAPING THE FUTURE OF THE NATION

ডায়মন্ড হারবার মেডিকেল কলেজে দুর্নীতি ও থ্রেট কালচারের অভিযোগে বিক্ষোভ, বিঘ্নিত পরিষেবা

ডায়মন্ড হারবার, ২১ অক্টোবর (হি.স.): ডায়মন্ড হারবার মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হাসপাতালের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও থ্রেট কালচারের অভিযোগ তুলে বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন জুনিয়র চিকিৎসক এবং নার্সিং পড়ুয়ারা। সোমবার সকালে এই বিক্ষোভ শুরু হয়, যেখানে বিক্ষোভকারীরা কলেজের এডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিংয়ের সামনে তালা ঝুলিয়ে অবস্থান নেন। তাদের প্রধান দাবি, অধ্যক্ষের পদত্যাগ এবং হাসপাতালের অব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে ১২ দফা দাবি পূরণ।

বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, ব্লাড ব্যাংকে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে এবং নার্সিং পড়ুয়ারা ও অস্থায়ী কর্মীরা থ্রেট কালচারের শিকার হচ্ছেন। এর পাশাপাশি, ডায়মন্ড হারবার জেলা হাসপাতালের অস্থায়ী কর্মীরাও এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন। কর্মীদের কর্মবিরতির জেরে হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবা কার্যত ভেঙে পড়েছে। ডায়মন্ড হারবার মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ উৎপল দা জানান, থ্রেট কালচার এবং প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় ৯ জন পড়ুয়াকে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তাদের হোস্টেল ছাড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, যা এই বিক্ষোভের মূল কারণ বলে তিনি জানান। তিনি আরও বলেন, বিষয়টি নিয়ে পুলিশ প্রশাসনের সাহায্য চাওয়া হয়েছে এবং দ্রুতই চিকিৎসা পরিষেবা স্বাভাবিক হবে বলে আশা করছেন।জুনিয়র চিকিৎসক সৌম্যদ্বীপ বণিক জানান, রাজ্যের অন্যান্য জায়গায় যাতে এমন ঘটনা না ঘটে, সেই কারণেই এই অবস্থান বিক্ষোভ চলছে। যতক্ষণ না কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে সঠিক উত্তর মিলছে, ততক্ষণ আন্দোলন চলবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

পুলিশ স্মৃতি দিবসে শহিদদের শ্রদ্ধাঞ্জলি আরারিয়ায়

আরারিয়া, ২১ অক্টোবর (হি.স.): আরারিয়ায় পুলিশ লাইনে সোমবার পুলিশ স্মৃতি দিবসে এক অনুষ্ঠানে বীর শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়। এই উপলক্ষে শহিদ পরিবারের সদস্যদের সম্মাননা দেন এসপি অমিত রঞ্জন। অনুষ্ঠানে বিপুল সংখ্যক পুলিশ কর্মী উপস্থিত ছিলেন। এসপি অমিত রঞ্জন, এএসপি রামপুকার সিং, ডিএসপি হেডকোয়ার্টার ফকরে আলম-সহ সার্জেন্ট, সিটি থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক-সহ অন্যান্য পুলিশরাও শহিদ স্মৃতিসৌধে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান।

অনুষ্ঠানে এসপি অমিত রঞ্জন শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে যাঁরা শহিদ হয়েছেন তাঁদের স্মরণ করাই এই দিবসটির মূল উদ্দেশ্য। আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় পুলিশ প্রশাসনের বড় দায়িত্ব রয়েছে। অনেক সময় প্রতিকূল পরিস্থিতিতে কাজ করতে হয় পুলিশ প্রশাসনকে। যেখানে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে পুলিশ ম্যানুয়াল অনুসরণ করা প্রয়োজন বলেও তিনি জানান।

Central Sector Sholarship (CSSS)

সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ থেকে বিগত বছরগুলোতে উত্তীর্ণ যে সকল ছাত্রছাত্রী ২০২৪ সালের Central Sector Sholarship (CSSS) এর Renewal Scholarship এর From fill upকরেনি, তাদের সকলের তালিকা পর্ষ্যদের website (rbse.tripuera.gov.in) এ দেওয়া আছে। সংশ্লিষ্ট সকল ছাত্রছাত্রীদের বলা হচ্ছে, তারা যেন আগামী ৩১শে অক্টোবর, ২০২৪ তারিখের মধ্যে অতি অবশ্যই Renewal Scholarship From এর fill up করে।

(ড. দুলাল দে)
সচিব, ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 13/EE/PWD(R&B)/AMB/2024-25
Dt. 17-10-2024

The Executive Engineer Ambassa Division, PWD (R & B) Ambassa, Dhalai District on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate /-item-rate e-tender in single bid/two bid system from the eligible Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors / Firms / Private Ltd. Firm / Agencies of Appropriate Class registered with PWD/ TTAADC / MES / CPWD / Railway / Gov't Organization of other State & Central for the following work:-

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST (inRs.)	EARNEST MONEY (inRs.)	TIME FOR COMPLETION
1.	DNIT No:29/CE/PWD(R&B)/ACE(P&DU)/2024-25.	1,48,27,297.00	2,96,546.00	180(One Hundred Eighty) Days
2.	DNIT No:27/CE/PWD(R&B)/ACE(P&DU)/2024-25.	1,67,47,354.00	3,34,947.00	180(One Hundred Eighty) Days

- Last date and time for document downloading and bidding: Up to 15.00 Hrs on 06-11-2024
- Time and date of opening of technical bid at 16.00 Hrs on 06-11-2024
- Document downloading and bidding at application; https://tripuratenders.gov.in
- Class of tenderer; Appropriate Class
- Bid fee and Earnest Money are to be paid electronically
- For further enquiry, contact to the Office of the undersigned.

ICA/C/2101/24

(Er. Bhrigu Debbarma)
Executive Engineer
Ambassa Division, PWD
(R & B) Ambassa, Dhalai Tripura

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

কোলেস্টেরল আর ট্রাইগ্লিসারাইড গলাতে দারুণ কার্যকরী এই আয়ুর্বেদ পানীয়

কোলেস্টেরল, ট্রাইগ্লিসারাইড, ডায়াবেটিস এসব আজকাল খুবই সাধারণ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঘরে ঘরে এখন এই সমস্যা জাঁকিয়ে বসেছে। প্রতি পরিবার পিছু একজন করে আক্রান্ত এই কোলেস্টেরল, ট্রাইগ্লিসারাইডের সমস্যায়। কোলেস্টেরল একরকম মোমজাতীয় পদার্থ যা আমাদের রক্তেই থাকে। ভাল কোলেস্টেরল যেমন থাকে তেমনই খারাপ কোলেস্টেরলও থাকে।

আর এই খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা বেড়ে গেলে তখনই বেশি সমস্যা হয়। চর্বি যুক্ত খাবার বেশি খেলে তখনই কোলেস্টেরলের মাত্রা বেড়ে যায়। এই কোলেস্টেরলের মাত্রা বাড়লেই ধমনীতে রক্ত প্রবাহ বাধা পায়। এর ফলে হার্ট অ্যার্টাক, স্ট্রোকের পাশাপাশি একাধিক সমল্যা হতে পারে। কোলেস্টেরল বাড়লেই হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ে।

কোলেস্টেরল কমাতে যা কিছু করবেন নিয়মিত ভাবে ব্যায়াম, শরীরচর্চা এসব করতেই হবে। সেই সঙ্গে একেবারে কম চর্বিযুক্ত খাবার, ফাইবার, ফল, শস্যদানা এসব বেশি করে খেতে হবে। একই সঙ্গে রক্তপরীক্ষায় কোলেস্টেরল, ট্রাইগ্লিসারাইড বাড়লে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে ভুলবেন না। সেই সঙ্গে মেনে চলতে পারেন আয়ুর্বেদের এই সমস্ত টোটকা। আমলা ও আদার রস- ট্রাইগ্লিসারাইড আর কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে রাখতে খুব ভাল কাজ করে আদা ও আমলার জুস। ১০ মিলি আমলা জুস আর ৫.৫ মিলি আদার রস একসঙ্গে মিশিয়ে নিতে হবে। এবার রোজ সকালে খালিপেটে এই রস খেলে কাজ হবে। এছাড়াও রসুন, কারিপাতা, পেঁয়াজ, সজনের ফল আর ডাঁটা নিয়মিত ভাবে খেলেও কাজ হবে। এছাড়াও তিলের তেল, সরষের তেল ব্যবহার করুন রান্নায়। যদিও তেল মেপে খেতে হবে। কোলেস্টেরল আর ট্রাইগ্লিসারাইড গলাতে দারুণ কার্যকরী এই আয়ুর্বেদ পানীয় খুব ভারী কোনও খাবার খাওয়া চলবে না। কারণ বেশি গুরিপাক খাবার হজম করতে যেমন সময় লাগে তেমনই শরীরের উপরেও চাপ পড়ে। খিদে পেলে তখনই খাবেন তবে পেট ভরে খাবেন না। রাতে সহজপাচ্য খাবার খেতে হবে। খুব তেলঝাল, মশলাদার খাবার রাতে একেবারেই চলবে না।

কোলেস্টেরল বাড়ার আরও একটি অন্যতম কারণ হল কোনও রকম শরীরচর্চা না করা। আর তাই নিয়মিত ভাবে ব্যায়াম করতে হবে। সাইকেল চালান, সাঁতার কাটান যে কোনও একটা এক্সসারসাইজ ৩০ মিনিট করতেই হবে। এতে শরীর থেকে অতিরিক্ত টক্সিন বেরিয়ে যায়। নিয়মিত ভাবে হাঁটা, জিম, দৌড়নো এসব করতেই হবে। মানসিক চাপ কম করতে হবে। জীবনে নানা সমস্যা, স্ট্রেস থাকবেই। আর তাই স্ট্রেস এড়িয়ে চলতেই হবে। রোজ অন্তত ১০ মিনিট মেডিটেশন করুন। এতে মানসিক চাপ কমবে। কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে রাখতে খুবই কাজে দেয় এই মেডিটেশন। টেনশন করলে হার্টের সমস্যা আসে, বাড়ে সুগারও।

শীতের ফলের ঝুড়িতে থাকে হরেক ফল তার মধ্যে শাঁকালু আর সবেদা কেন খাবেন ?

শীতে বাজার করতে সবচেয়ে বেশি মজা লাগে। বাহারি শাক-সবজি আর ফলে ভরে থাকে ঝুড়ি। যেদিকেই তাকানো যায় সেদিকেই রঙিন। গাজর, বিট, বিনস, ব্রকোলি, টমেটো, ক্যাপসিকাম, শিম এসব যেমন একদিকে থাকে তেমনই অন্যদিকে থাকে কমলালেবু, আপেল, পেয়ারা, ফুটি, আঙুর, ডালিম-সহ একাধিক ফল। শীত মানেই ফল আর ফুলের মেলা।

কমলালেবু ছাড়াও শীতকালে আরও যে সব ফল বাজার মাতিয়ে রাখে তা হল শাঁকালু, সবেদা। দেশী এই ফল খেতে যেমন ভাল তেমনই পুষ্টিগুণও অনেক। শীতের দিনে যে কোনও পুজোতেও ব্যবহার করা হয় এই সব ফল।

আগে সরস্বতী পুজোর প্রসাদে বাঁধাধরা থাকত এই শাঁকালু। এছাড়াও পৌষের শেষে নবান্নতে প্রসাদের টুকরো হিসেবে থাকবেই শাঁকালু। মাটির নীচে হওয়া সাদা এই ফলটি খেতে ভালবাসেন অনেকেই। অনেকের আবার মনে ভয় থাকে বেশি খেলে সুগার বাড়বে না তো! এমনিতেই আলু নিয়ে নানা চোরা সন্দেহ রয়েছে মনে। তায় যখন শাঁকালু তখন সন্দেহ যে আরও বেশি জটিল হবে এ বিষয়ে কোনও দ্বিধা নেই। সব মরশুমি ফলই খাওয়া উচিত। শীতের দিনে শাঁকালু কেন খাবেন?

শাঁকালুর মধ্যে থাকে প্রচুর পরিমাণ অদ্রবণীয় ফাইবার। যা হজমে সাহায্য করে। সেই সঙ্গে গ্যাস, অম্বলও হয় না। যাঁদের আইবিএস বা পেটের অন্যান্য কোনও সমস্যা রয়েছে তার জন্যেও খুব উপকারী হল শাঁকালু। শাঁকালুর মধ্যে থাকে প্রচুর পরিমাণ ফাইবার। যা অনেকক্ষণ পর্যন্ত পেট ভরিয়ে রাখে সেই সঙ্গে হজম করতেও সাহায্য করে। যে কারণে শীতের দিনে যদি শুধুমাত্র ফল ডায়েট করেন তাহলে শাঁখালু অবশ্যই খাবেন নিয়ম করে। এতে তাড়াতাড়ি ফ্যাট কমবে। অল্পেই পেট ভরে যাবে।

সবেদার মধ্যেও রয়েছে প্রচুর পরিমাণ ফাইবার। সারা বছর পাওয়া গেলেও শীতে এই ফল পাওয়া যায় সবচাইতে বেশি। প্রাকৃতিক ভাবেই সবেদার মধ্যে থাকে প্রচুর পরিমাণ ফ্রুকটোজ। এছাড়াও এই ফলের মধ্যে থাকে ভিটামিন এ, ই, সি, ভিটামিন বি কমপ্লেক্স। যা চুল আর ত্বকের স্বাস্থ্যরক্ষাতেও খুব ভাল কাজ করে। এসব বাদ দিলেও সবেদা অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের খুব ভাল উত। এছাড়াও সবেদা সহজপাচ্য। পটাশিয়াম, ক্যালশিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম আর ফসফরাসের খুব ভাল উত হল এই সবেদা। যে কারণে অন্য যে কোনও ফল খাওয়া হোক বা নাই হোক সবেদা, শাঁকালু অবশ্যই খাবেন।

শীতের সন্ধ্যায় ক্যাফে স্টাইলে কফি খেতে চান ?

সারাবছর কফি পান করলেও শীতে এই পানীয়ের চাহিদা বেড়ে যায়। ঠাণ্ডায় শরীরকে গরম রাখতে সাহায্য করে কফি। তাছাড়া দিনের শুরুতে ব্ল্যাক কপি পান করলে কাজের এনার্জি পাওয়া যায়। আর শীতের রাতে এক কাপ ক্যাপুচিনো আর প্রিয় গল্পের বই পুরো মুডটাই বদলে দিতে পারে। কিন্তু বাড়িতে সব সময় ক্যাফের মতো ক্যাপুচিনো বানানো যায় না।

তার কারণ বাড়িতে এসপ্রেসো মেশিন নেই। সুতরাং, ফেনা যুক্ত ক্যাপুচিনো হয় না। তাছাড়া এভাবে কফিরও ঠিকঠাক স্বাদ পাওয়া যায় না। যাঁরা কফি লাভার তাঁরা যথারীতি নিরাশ হন। কিন্তু এমন নয় যে, আপনি রেস্তোরাঁর মতো ক্যাপুচিনো বাড়িতে বানাতে পারবেন না। সহজ টিপস মানলেই বাড়িতে বানানো যাবে ফেনা যুক্ত ক্যাপুচিনো। আর ক্যাপুচিনোর পাশাপাশি মোকা কফিও ট্রাই করতে পারেন।

ক্যাপুচিনো তৈরির রেসিপি-

যেহেতু এসপ্রেসো মেশিন ছাড়া ক্যাপুচিনো তৈরি করতে হবে তাই আগে থেকে দুধের ফেনা বানিয়ে নিন। প্রথমে ফুল ফ্যাট দুধ গরম করুন। ১ কাপ গরম ফুল ফ্যাট দুধ আলাদা করে রাখুন। আর গরম দুধের বাকি অংশ ব্লেন্ডারে দিলেই ফেনা হয়ে যাবে। এছাড়াও আপনি হ্যান্ড ব্লেন্ডারের সাহায্যেও দুধের ফেনা বানিয়ে নিতে পারেন। আর তা না হলে ওই ফুল ফ্যাট দুধ ফেটিয়ে দুধের ফেনা বানিয়ে নিতে হবে।

ক্যাপুচিনো তৈরি করার জন্য ভাল মানের কফি বেছে নিন। এবার ওই কফির লিকার বানিয়ে নিন। এবার এক বড় কাপ নিন। কাপের তিন ভাগের এক ভাগ কফির লিকার দিন। এবার বাকি অংশ গরম দুধ ঢেলে দিন। এবার উপর দিয়ে দুধের ফেনা দিয়ে নিন। ব্যস তৈরি আপনার ক্যাপুচিনো। এই একই উপায়ে ক্যাপুচিনো ছাড়াও আপনি এই শীতে মোকা কফি বানিয়ে নিতে পারেন। মোকা কফি তৈরির রেসিপি-

ক্যাপুচিনোর মতোই বাড়িতে মোকা কপি বানাতে অনেকেই ভয় পান। ক্যাফে না গেলে খুব একটা মোকা কফি খাওয়াও হয় না। কিন্তু মাত্র তিনটে উপকরণ এবং সহজ উপায়ে আপনি মোকা কপি বানিয়ে নিতে পারেন। এমনকী এই মোকা কফিও আপনি এসপ্রেসো মেশিন ছাড়া বানাতে পারেন। প্রথমে এসপ্রেসো বানিয়ে নিন। এর জন্যও ভাল মানের কফি ব্যবহার করুন। এবার এক ছোট কাপের এসপ্রেসো নিন। এবার এতে ডার্ক চকোলেটের গুঁড়ো মিশিয়ে দিন। এবার এতে ফেটানো ফুল ফ্যাট দুধ দিয়ে নিন। উপকরণগুলো একসঙ্গে মিশিয়ে নিলেই তৈরি যাবে মোকা কফি।

থাইরয়েড রয়েছে, রোজ ওষুধ খান ? এই সব খাবার একেবারেই এড়িয়ে চলবেন

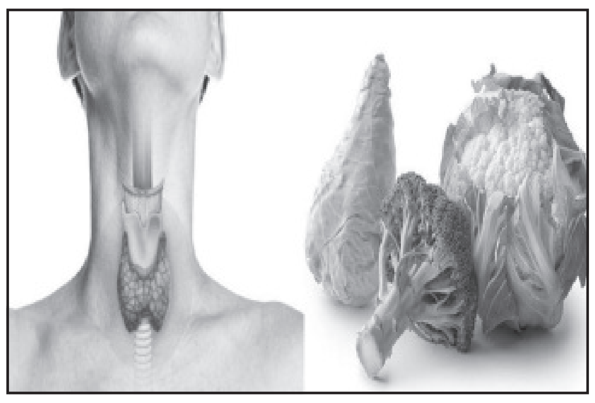

একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের বুদ্ধি, বিকাশ এবং শারীরবৃত্তীয় নানা সমস্যার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ হল থাইরয়েড হরমোন। থাইরয়েড গ্রন্থি গলার সামনে থাকে। মহিলারা এই সমস্যায় সবচেয়ে বেশি পড়ে। থাইরয়েড গ্রন্থির ক্ষরণ থেকে শরীরে বেশ কিছু জটিলতা দেখা দিতে থাকে। শরীরে যদি প্রয়োজনের তুলনায় কম থাইরয়েড হরমোন উতন্ন হয় তাহলে তা হল হাইপো থাইরয়েডিজম।

আর যদি প্রয়োজনের তুলনায় বেশি থাইরয়েড হরমোন উতন্ন হয় তাহলে তা হল হাইপারথাইরয়েডিজম।

থাইরয়েডের সবচেয়ে পরিচিত সমস্যা হল হাইপোথাইরয়েডিজম। মহিলারা পুরুষদের তুলনায় বেশি এই সমস্যায় পড়েন। থাইরয়েড স্টিমুলেটিং হরমোন -এর কারণেই এই সমস্যা বেশি হয়। থাইরয়েড গ্রন্থিতে প্রদাহজনিত সমস্যা হলে তাকে বলা হয় হাইপার থাইরয়েডিজম। এটিকে গ্রেভস ডিজিজও বলা হয়। অনেকের ক্ষেত্রে গয়টারের মত সমস্যাও আসে।

হাইপারথাইরয়েডিজমের ক্ষেত্রে ওজন কমে যাওয়া, অতিরিক্ত ঘাম হওয়া, উদ্বেগ, ঘন ঘন মলত্যাগ, ঘুমোতে অসুবিধে, পেশীতে দুর্বলতার মত একাধিক সমস্যা দেখা যায়। এছাড়াও স্নান করতে গিয়ে দমবন্ধ হয়ে আসা, ঘুম একেবারেই না হওয়া, ক্লান্তি, হৃদস্পন্দন বেড়ে যাওয়া এসবও হল থাইরয়েডের লক্ষণ।

থাইরেয়েড হরমোনের পরিমাণ বাড়লে ক্লান্তি আসবেই। সেই সঙ্গে পেশীতে টান লাগা, জয়েন্টের ব্যথা, গলার স্বরে পরিবর্তন এবং মাত্রাতিরিক্ত চুল পড়তে থাকলে সাবধান হন। মেয়েদের ক্ষেত্রে যা হয় তা হল পিরিয়ডসের সমস্যা খুবই বেড়ে যায়। আর তাই সময় থাকতেই সতর্ক হতে হবে। বছরে অন্তত ২ বার থাইরয়েড পরীক্ষা করান। পরীক্ষার রিপোর্ট নিয়ে কোনও বিশেষজ্ঞের সঙ্গে কথা বলুন। তিনি যা পরামর্শ দেবেন সেই মতো চলুন। থাইরয়েডের ওষুধ নিজে থেকে খাবেন না বা খেতে থাকলে নিজে বন্ধ করে দেবেন না। এই ওষুধের নির্দিষ্ট ডোজ থাকে। তাই চিকিতক যেমন বলবেন সেভাবে ওষুধ খান। এছাড়াও থাইরয়েডের সমস্যা হলে যে সব খাবার একেবারেই এড়িয়ে চলবেন-

থাইরয়েড থাকলে ফুলকপি, বাঁধাকপি আর ব্রকোলি একেবারেই এড়িয়ে চলতে হবে। শীতে এই সব সবজিই বেশি পাওয়া যায় এবং তা শরীরের জন্যেও ভাল। তা সত্ত্বেও এড়িয়ে যান। সেই সঙ্গে তেল-মশলাদার খাবার, ভাজাভুজি, মিষ্টি, পাঁউরুটি, কেক, বাদাম এসবও বাদ দিতে হবে। এছাড়াও সামুদ্রিক মাছও একেবারেই এড়িয়ে চলতে পারলে ভাল।

ডায়াবেটিস প্রতিরোধে ৪০ শতাংশ কার্যকরী এই আয়ুর্বেদিক ভেষজ

ডায়াবেটিসের সমস্যা এখন ঘরে ঘরে। রোজকার জীবনযাত্রা, অতিরিক্ত মশলাদার খাওয়া দাওয়া, অতিরিক্ত পরিমাণ ক্যালোরির খাওয়ার খাওয়া, ফাস্টফুড বেশি মাত্রায় খেলে সমস্যা বাড়বেই। যে পরিমাণ ক্যালোরির খাবার আমরা রোজ খাই তার তুলনায় কিছুই ঝরানোর সুযোগ থাকে না। সব মিলিয়ে চড়চড়িয়ে বাড়ছে রক্তশর্করা। শুধুমাত্র বয়স্কদের ক্ষেত্রে নয়, শিশুদের ক্ষেত্রেও জাঁকিয়ে বসছে এই সমস্যা। বিশ্বজুড়েই নীরব ঘাতকের মত থাবা বসাচ্ছে ডায়াবেটিস। কেন ডায়াবেটিস হয় তার সঠিক কোনও ব্যখ্যা নেই। তবে অগ্ন্যাশয় থেকে যে ইনসুলিন হরমোনের ক্ষরণ হয় সেই হরমোন যদি খুব কম ক্ষরিত হয় বা একেবারেই না হয় তাহলে সেখান থেকে দেখা দেয় একাধিক সমস্যা। এতেই বাড়তে থাকে রক্তশর্করার পরিমাণ। যে কারণে সব মানুষের উচিত বছরে দুবার রক্তপরীক্ষা করানো। সেই রিপোর্ট নিয়ে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করুন। তিনি যে ভাবে ওষুধ খেতে বলবেন বা চলতে বলবেন সেই ভাবেই চলুন। ওষুধের ডোজ নিজে থেকে ঠিক রকবেন না। পাশাপাশি ডায়েট, শরীরচর্চা, এসবও চালিয়ে যেতে হবে। আয়ুর্বেদিক চিকিতক মিহির খাত্রী ডায়াবেটিস রুখতে বিশেষ একটি ভেষজ খাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। নিয়মিত এই ভেষজের সেবনে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে থাকবেই। পরিবারের কারোর যদি ডায়াবেটিস থাকে বা নিজে যদি কোনও সমস্যায় ভোগেন তাহলে অবশ্যই রোজ চুমুক দিন এই পানীয়তে। এতে ডায়াবেটিসের ঝুঁকি কিছুটা হলেও কমবে। রক্ত শর্করার পরিমাণ যদি অনিয়ন্ত্রিত থাকে তাহলে দৃষ্টিশক্তি কমে যাওয়া, কিডনির সমস্যা, ঘন ঘন প্রস্রাব পাওয়া, মুখ শুষ্ক হয়ে যাওয়া এরকম একাধিক সমস্যা আসতে পারে। আর তাই নিজেকেই এ ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে। ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে খুব ভাল কাজ করে আমলা। আমলা আর কাঁচাহলুদ একসঙ্গে খেতে পারলে অনেক সমস্যার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়। বাজারে যে কাঁচা আমলকী পাওয়া যায় তা কিনে এনে আগে রস বের করে নিন। অন্তত ১০ মিলি রস বের করুন। এবার এতে এক চিমটে হলুদ গুঁড়ো মিশিয়ে নিন। রোজ সকালে খালিপেটে খান। ২ সপ্তাহ খেয়ে এক সপ্তাহ বন্ধ রাখুন। এরপর আবার ১ সপ্তাহ খান। এতেই কাজ হবে। যদি কোনও শারীরিক সমস্যা থাকে তাহলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে তবেই খান।

শীতে রোজ এই ৫ সবজি খেলে গেঁটে বাত থাকবে নিয়ন্ত্রণে

শরীরে বিপাকীয় ক্রিয়ার মাধ্যমে তৈরি হয় পিউরিন। এই পিউরিনের পরিমাণ বাড়লে তখনই রক্তে বাড়ে ইউরিক অ্যাসিড। পিউরিন প্রাকৃতিক ভাবে শরীরে পাওয়া যায় তবে বেশ কিছু খাবার আর পানীয়তেও পাওয়া যায়। আর পিউরিন সমৃদ্ধ খাবার বেশি খেলে শরীরে যেমন পিউরিনের পরিমাণ বাড়ে তেমনই বাড়ে ইউরিক অ্যাসিডের সমস্যাও।

বিশেষত গেঁটে বাতের সমস্যা বাড়ে এই সব খাবার থেকে।

প্রস্রাবের মাধ্যমে বাইরে বেরিয়ে আসে ইউরিক অ্যাসিড। ইউরিক অ্যাসিড প্রস্রাবের মাধ্যমে যখন বেরতে না পারে তখন তা কিডনিতে জমতে থাকে। সেই সঙ্গে জয়েন্টেও আটকে যায়। যেখান থেকে গাউটের সমস্যা হয়। গাউট হল এক ধরণের বাত। আর এই বাত হলে খুবই ব্যথা হয়। বিশেষত শীতকালে।

ইউরিক অ্যাসিড বাড়লেই এই সমস্যা বেশি হয়। শীতকালে ইউরিক অ্যাসিড বাড়লে জয়েন্টে ব্যথা, জয়েন্ট শক্ত হয়ে যাওয়া, নাড়াচাড়া করার ক্ষমতা কমে যায়। সেই সঙ্গে আক্রান্ত স্থানে লাল ফোলাভাব থেকে যায়। অনেক সময় ইউরিক অ্যাসিড ছোট ছোট কেলাসের আকার নিয়ে জমতে শুরু করে। এর ফলে কিডনিতে পাথর-সহ একাধিক সমস্যা দেখা দিতে পারে।

শীতকালে ইউরিক অ্যাসিডের ক্ষরণ বেড়ে যায়। ফলে জয়েন্টে ব্যথা, জয়েন্টে ফোলাভাব এসব বিশেষ ভাবে দেখা দেয়। সেই সঙ্গে বাতের উপসর্গও প্রকট হয়ে ওঠে। পিউরিন সমৃদ্ধ খাবার খেলে এই সমস্যা আরও জটিল হয়। আর তাই শীতের প্রিয় কিছু খাবার থেকে দূরে থাকতেই হবে। নইলে দিনের পর দিন সমস্যা আরও বেশি জটিল আকার নিতে পারে। ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রাও নিয়ন্ত্রণে থাকবে এই ডায়েট মেনে খাবার খেলে।

নিয়মিত ভাবে অ্যাসপারগাস খেতে পারলে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা থাকে নিয়ন্ত্রণে। আর তাই যে খাবারে ফাইবারের পরিমাণ বেশি সেই খাবার বেশি করে খান। পালং শাক ইউরিক অ্যাসিডের জন্য খুবই ভাল। এর মধ্যে পিউরিন খুব কম মাত্রায় থাকে। যার ফলে গাউটের সমস্যা হয় না। এছাড়াও পালং শাক আয়রনের খুব ভাল উত।

গাউটের সমস্যায় যাঁরা ভুগছেন তাঁদের জন্য খুব ভাল হলর ব্রকোলি। এর মধ্যে ভিটামিন সি বেশি পরিমাণে থাকে। আর তাই নিয়মিত ভাবে ব্রকোলি খেলেও শরীরের অনেক উপকার হয়। শীতে ব্রকোলি পরিমাণ মত পাওয়া যায়। ইউরিক অ্যাসিড রুখতে আরও একটি জনপ্রিয় খাবার হল শসা। শসার মধ্যে রয়েছে প্রচুর পরিমাণ ফাইবার। সেই সঙ্গে শরীর থেকে ইউরিক অ্যাসিড বের করে দিতেও কাজে আসে শসা। আর তাই নিয়মিত ভাবে খেলে উপকার পাবেন।

নিয়মিত ভাবে ফাইবার সমৃদ্ধ খাবার খেলে তবেই বশে থাকবে কোলেস্টেরল

শরীরে ভাল আর খারাপ এই দু রকম কোলেস্টেরলই থাকে। তবে এলডিএল কোলেস্টেরলের পরিমাণ কোনও মতেই বাড়তে দেওয়া ঠিক নয়। এই কোলেস্টেরল বাড়লে শরীরে একাধিক সমস্যা দেখা দেয়। আর তাই আগে থেকে সতর্ক থাকতে পারলে সবচাইতে ভাল। অতিরিক্ত চর্বিযুক্ত খাবার খেলে সেখান থেকে কোলেস্টেরল বেড়ে গিয়ে শিরায় জমে যাওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। স্যাচুরেটেড ফ্যাট আর ট্রান্স ফ্যাট বেশি পরিমাণে খেলে সেখান থেকেই কোলেস্টেরল বৃদ্ধির সম্ভাবনা বাড়ে। মাখন, ঘি, মাংস, পনির, দুধ, আইসক্রিম এসবের মধ্যে ট্রান্স ফ্যাট বেশি পরিমাণে থাকে। আর এই খাবার নিয়মিত ভাবে খেলে উচ্চ ঘনত্বের লিপোপ্রোটিন কোলেস্টেরলের পরিমাণ বাড়ে। কোলেস্টেরল একরকম আঠালো চটচটে পদার্থ। আর তা যদি শিরায় একবার জমতে থাকে তাহলে স্বাভাবিক রক্তপ্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়। এর ফলে হার্টেও কম পরিমাণ রক্ত যায়। রক্তের প্রবাহ স্বাভাবিক না হলে তখনই রক্তচাপ বেড়ে যায়। স্ট্রোক, হার্ট অ্যার্টাকের সম্ভাবনা বেড়ে যায় তখন। আর তাই ফাইবার সমৃদ্ধ খাবার বেশি করে খেতে হবে। ফাইবার বেশি খেলে শরীর থেকে যাবতীয় টক্সিন এমনিই বেরিয়ে যাবে। আর তাই রোজ ১টা করে আপেল খেতে পারেন। একটা করে আপেল খেতে পারলে অনেক রোগ সমস্যা থাকবে দূরে। গাজরের মধ্যে ফাইবার আর অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট প্রচুর পরিমাণে থাকে। ১২৮ গ্রাম গাজরের মধ্যে ২.৪ গ্রাম দ্রবণীয় ফাইবার থাকে। আর তাই গাজর বেশি করে খেলে শরীরে কোনও রকম কোলেস্টেরল জমে না। এছাড়াও রোজ ভেজানো ছোলা, মটর এসব খেতে হবে। ওটস খান। এই সব খাবারের মধ্যে ফাইবার বেশি থাকে বলে পেট পরিষ্কার থাকে। আর কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা থাকলে দিনের মধ্যে দুবার ইসবগুলের ভূষি খান। এতে পেটের সমস্যা থাকবে দূরে।

ধনতেরস উপলক্ষ্যে সোমবার তানিশক শোরুমের উদ্যোগে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

দিল্লিতে দূষণ রুখতে ১০ বছরে কিছুই করেনি কেজরিওয়াল সরকার : বীরেন্দ্র সচদেবা

নয়াদিল্লি, ২১ অক্টোবর (হি.স.): দিল্লিতে দূষণ পরিস্থিতির জন্য দিল্লি সরকারের তীব্র সমালোচনা করলেন দিল্লি বিজেপির সভাপতি বীরেন্দ্র সচদেবা। সোমবার সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বীরেন্দ্র সচদেবা বলেছেন, দিল্লিতে দূষণ রুখতে ১০ বছরে কিছুই করেনি কেজরিওয়াল সরকার। অক্টোবর মাসেই দূষণের কবলে রাজধানী দিল্লি। দূষিত হয়ে উঠেছে যমুনা নদীর জলও।

এই পরিস্থিতির মধ্যেই বিজেপি ও আম আদমি পার্টির মধ্যে শুরু হয়েছে বাক-যুদ্ধ।এই পরিস্থিতিতে সোমবার সকালে দিল্লি বিজেপির সভাপতি বীরেন্দ্র সচদেবা বলেছেন, 'জাতীয় রাজধানীতে প্রচণ্ড ধোঁয়াশা রয়েছে।

অরবিন্দ কেজরিওয়ালের শাসনে দিল্লির অবস্থা খারাপ হয়েছে। গত ১০ বছরে তাঁরা দিল্লির দূষণ নিয়ন্ত্রণে কোনও পদক্ষেপ নেয়নি। এএপি সরকার অনেক দুর্নীতি করেছে। দিল্লিতে স্যুয়ারেজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টগুলি কাজ করছে না, যে কারণে যমুনা নদীর উপর বিষাক্ত ফেনা ভাসতে দেখা যাচ্ছে। দিল্লিতে প্রতিদিন ৩১০০ টন সিএন্ডডি বর্জ্য অপরিশোধিত রেখে দেওয়া হচ্ছে।

দিল্লিতে দূষণ বৃদ্ধির জন্য তাঁরা পঞ্জাব থেকে খড়বিচুলি পোড়ানোকে দায়ী করছেন না এবং পঞ্জাব সরকারের অদক্ষতা আড়াল করছেন।'

যমুনা এক্সপ্রেসওয়েতে ভয়াবহ দুর্ঘটনায় মৃত ৩, গুরুতর আহত দু’’জন

মথুরা, ২১ অক্টোবর (হি.স.): উত্তর প্রদেশের মথুরায় যমুনা এক্সপ্রেসওয়েতে ভয়াবহ এক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের। এছাড়াও দু’’জন গুরুতর আহত হয়েছেন। যমুনা এক্সপ্রেসেওয়ের ওপর দু’’টি গাড়ির মধ্যে সংঘর্ষে মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের। হতাহতরা বারাণসী থেকে দিল্লি ফিরছিলেন, সেই সময় দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। আহতদের উদ্ধার করে নিকটবর্তী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সোমবার সকালে সিও মহাবন ভূষণ বর্মা বলেছেন, যমুনা এক্সপ্রেসওয়েতে দু’’টি গাড়ির সংঘর্ষে মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের এবং দু’’জন গুরুতর আহত হয়েছেন। গাড়ির যাত্রীরা বারাণসী থেকে দিল্লি যাচ্ছিলেন, সেই সময় দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। হতাহতের নাম ও পরিচয় জানা যায়নি। দুর্ঘটনা ঠিক কখন ঘটেছে, তাও জানা যায়নি।

উড়ান প্রকল্প ভারতের বিমান ক্ষেত্রকে রূপান্তরিত করছে, মন্তব্য প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২১ অক্টোবর (হি.স.): উড়ান (উড়ে দেশ কা আম নাগরিক) প্রকল্প ভারতের বিমান ক্ষেত্রকে রূপান্তরিত করছে, আনন্দের সঙ্গে জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।উড়ান প্রকল্পের অষ্টম বার্ষিকীকে স্মরণ করে প্রধানমন্ত্রী মোদী সোমবার সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে জানান, এই প্রকল্পটি বিমানবন্দর এবং বিমান রুটের সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি কোটি কোটি মানুষের জন্য উড়ানের সজলভ্যতা নিশ্চিত করেছে। তিনি যোগ করেছেন, একই সময়ে, এই প্রকল্পটি ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি এবং আঞ্চলিক প্রবৃদ্ধিকে এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে একটি বড় প্রভাব ফেলেছে। প্রধানমন্ত্রী মোদী লেখেন, ভবিষ্যতের সময়ে সরকার জনগণের জন্য আরও ভাল সংযোগ এবং আরামের দিকে মনোনিবেশ করে বিমান ক্ষেত্রে শক্তিশালী করতে থাকবে।

কাশ্মীরে সন্ত্রাসী হামলার তীব্র নিন্দা করলেন শিবরাজ, বললেন ভারত যোগ্য জবাব দেবে

ভোপাল, ২১ অক্টোবর (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের গান্ডেরবাল জেলায় সন্ত্রাসী হামলার তীব্র নিন্দা করলেন কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। সন্ত্রাসবাদীদের তীব্র হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি বলেছেন, ভারত এই হামলার যোগ্য জবাব দেবে। উল্লেখ্য, জম্মু ও কাশ্মীরের গান্ডেরবাল জেলার গগনগীর এলাকায় সন্ত্রাসবাদী হামলায় মোট ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে, তাঁদের মধ্যে ৬ জন পেশায় শ্রমিক। এই হামলায় ৫ জন আহত হয়েছেন। এই হামলার নিন্দা করে শিবরাজ সিং চৌহান বলেছেন, 'এই হামলা খুবই দুর্ভাগ্যজনক। এটা পাকিস্তানের প্ররোচিত সন্ত্রাসীদের কাপুরুষোচিত কাজ। ভারত এই সন্ত্রাসীদের উপযুক্ত জবাব দেবে।'

জম্মু ও কাশ্মীরের গাণ্ডেরবালে সন্ত্রাসবাদী হামলার দায় স্বীকার সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের

শ্রীনগর, ২১ অক্টোবর (হি.স.): রবিবার রাতে জম্মু ও কাশ্মীরের গাণ্ডেরবাল জেলার গগনগীর এলাকায় সন্ত্রাসবাদী হামলা হয়। এই হামলায় ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গেছে, আহত হয়েছেন আরও ৫ জন। আহতদের সবাইকে শ্রীনগর মেডিকেল কলেজে ভর্তি করা হয়েছে। মৃতদের মধ্যে একজন ডাক্তার রয়েছেন। বাকিরা শ্রমিক। সন্ত্রাসবাদী সংগঠন দ্য রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট (টিআরএফ) হামলার দায় স্বীকার করেছে। এটি সন্ত্রাসবাদী সংগঠন লস্কর-ই-তৈবার একটি শাখা সংগঠন।

জানা যাচ্ছে, ওই এলাকায় টানেল নির্মাণের কাজ চলছিল। সেইসময়ই এই সন্ত্রাসবাদী হামলা হয়। হামলার পরপরই জওয়ানরা পুরো এলাকা ঘিরে ফেলে। সন্ত্রাসবাদীদের ধরতে তল্লাশি অভিযান চালানো হচ্ছে। ঘটনাস্থলে পৌঁছন কাশ্মীরের আইজি। উল্লেখ্য, যে এলাকায় সন্ত্রাসবাদী হামলা হয়েছে সেটি মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহর গাণ্ডেরবাল বিধানসভা কেন্দ্রে পড়ে। মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহ এই হামলার নিন্দা করেছেন এবং নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন।

যাঁরা নিহত হয়েছেন তাঁদের পরিচয় প্রকাশ্যে এসেছে। নিহতরা হলেন গুরুদাসপুর পাঞ্জাবের বাসিন্দা গুরমিত সিং, বদগামের বাসিন্দা ডাঃ শাহনওয়াজ, অনিল কুমার শুক্লা, ফাহিম নাজির, শশী আবরোল, মোহাম্মদ হানিফ এবং কলিম।

সুন্দরবনে পূর্ণিমার কোটালে গঙ্গাসাগরে নোনা জল, মন্ত্রীর বিরুদ্ধে ক্ষোভ

গঙ্গাসাগর, ২১ অক্টোবর (হি.স.): পূর্ণিমার কোটালে সুন্দরবনের বিভিন্ন প্রান্তে নোনা জল ঢুকে পড়ছে, কখনও নদীর বাঁধ ভেঙে, আবার কখনও বাঁধ উপচে। এবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার গঙ্গাসাগরের চক ফুলডুবি এলাকায়, যেখানে সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিম হাজরার গড় বলে পরিচিত, সেখানকার চাষের জমিতে ঢুকে পড়েছে নোনা জল। চাষিদের অভিযোগ, প্রায় ৫০ বিঘা জমির ধানখেতে নোনা জল প্রবেশ করেছে, যার ফলে সবুজ ধান গাছগুলি নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এছাড়া পানের বরজ এবং পুকুরের মাছেরও ক্ষতি হতে পারে বলে চাষিরা আতঙ্কিত।

এই ঘটনায় সোমবার প্রশাসনিক আধিকারিকরা সোমবার ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেছেন। চাষিরা আশঙ্কা করছেন, নোনা জল জমিতে জমে থাকার ফলে ধান গাছগুলো হলুদ হয়ে যাবে এবং পানের গাছে রোগ দেখা দেবে। বিজেপির কনভেনার অরুনাভ দাস এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মন্ত্রী বঙ্কিম হাজরার বিরুদ্ধে তীব্র কটাক্ষ করেছেন।

গঙ্গাসাগর পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ আব্দুর সামির শাহও মন্ত্রীর ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। স্থানীয় বাসিন্দা সালেমা বিবি এবং চাষি মনিরুল ইসলাম খানও এই পরিস্থিতি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

উত্তর প্রদেশে আইন-শৃঙ্খলা জোরদার করাই সরকারের লক্ষ্য : যোগী আদিত্যনাথ

লখনউ, ২১ অক্টোবর (হি.স.): উত্তর প্রদেশের আইন-শৃঙ্খলা জোরদার করাই তাঁর সরকারের লক্ষ্য, জোর দিয়ে বললেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। একইসঙ্গে তিনি বলেছেন, অপরাধীদের মধ্যে আইনের ভয় জাগানোও তাঁর সরকারের অগ্রাধিকার।

উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ সোমবার সকালে লখনউয়ের রিজার্ভ পুলিশ লাইনে পুলিশ স্মৃতি দিবসে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখার সময় মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বলেছেন, '২০২৩-২৪ সালে দায়িত্ব পালন করার সময় নিজেদের জীবন উৎসর্গকারী শহীদদের মধ্যে উত্তর প্রদেশ পুলিশের দুই সাহসী পুলিশ সদস্যও রয়েছেন। এই উপলক্ষে সকল শহীদ পুলিশ সদস্যদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই। আমাদের সাহসী পুলিশ কর্মীদের এই সর্বোচ্চ আত্মত্যাগ আমাদের পূর্ণ নিষ্ঠা ও দায়িত্ববোধ নিয়ে কর্তব্যের পথে এগিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করে। অযোধ্যার শ্রী রাম জন্মভূমিতে ভগবান রামের প্রাণ প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠান পরিচালনায় পুলিশ বাহিনী গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন।'

মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ আরও বলেছেন, 'রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা জোরদার করা এবং অপরাধীদের মধ্যে আইনের ভয় জাগানো আমাদের সরকারের অগ্রাধিকার। এর পরিপ্রেক্ষিতে, রাজ্য সরকার উত্তর প্রদেশ পুলিশের মনোবল, দক্ষতা বাড়াতে এবং পুলিশ বাহিনীকে আরও ভাল সংস্থান দেওয়ার জন্য বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে। আমাদের সরকার অপরাধ এবং অপরাধীদের প্রতি শূন্য সহনশীলতা নীতির অধীনে কাজ করছে... গ্যাংস্টার আইনের অধীনে ৭৭, ৮১১ জন অপরাধীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং ৯২৩ জন অপরাধীকে গ্রেফতার করা হয়েছে... মাফিয়া, অপরাধী এবং তাদের গ্যাং সদস্যদের দ্বারা অবৈধ কার্যকলাপের মাধ্যমে অর্জিত প্রায় ৪,০৫৭ কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে এবং অবৈধ দখল থেকে মুক্ত করা হয়েছে।'

জীবন উৎসর্গকারী বীর সৈনিকদের কাছে দেশ চিরকাল ঋণী থাকবে : অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ২১ অক্টোবর (হি.স.): পুলিশ স্মৃতি দিবসে সোমবার জাতীয় পুলিশ স্মৃতিসৌধে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। একইসঙ্গে অমিত শাহ বলেছেন, জীবন উৎসর্গকারী বীর সৈনিকদের কাছে দেশ চিরকাল ঋণী থাকবে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন, 'আজ আমরা সবাই সেই সাহসী সৈনিকদের শ্রদ্ধা জানাতে জড়ো হয়েছি, যারা দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা এবং দেশের সীমান্ত রক্ষা করতে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী এবং কচ্ছ থেকে কিবিথু, এই সৈন্যরা দেশের সীমান্ত রক্ষা করছেন।'কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আরও বলেছেন, '১৯৫৯ সালের ২১ অক্টোবর, ১০ জন সাহসী সিআরপিএফ জওয়ান দেশের জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। সেই দিন থেকে আমরা প্রতি বছর ২১ অক্টোবর দিনটি পুলিশ স্মৃতি দিবস হিসেবে পালন করে আসছি। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর, নরেন্দ্র মোদী সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, সমস্ত সাহসী সৈনিকদের সম্মানে দিল্লিতে একটি পুলিশ স্মৃতিসৌধ তৈরি করা হবে, যা যুবসমাজ এবং জাতির জনসাধারণকে অনুপ্রাণিত করবে। দেশ সর্বদাই সেই সাহসী সৈনিকদের কাছে ঋণী থাকবে যারা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। গত ১০ বছরে সৈন্যদের উৎসর্গের কারণে, আমরা কাশ্মীর, উত্তর পূর্বে শান্তি পুনরুদ্ধার করতে পেরেছি। তিনটি নতুন ফৌজদারি আইন নিশ্চিত করবে যে দেশের অপরাধ ব্যবস্থা বিশ্বের সবচেয়ে আধুনিক হয়ে উঠবে। দেশে নথিভুক্ত কোনও অপরাধের বিচার পেতে ৩ বছরের বেশি সময় লাগবে না।'

শিয়ালদহ স্টেশনে তরুণীর প্রেমিককে বেধড়ক মার ! ধৃত ৩ অভিযুক্ত

কলকাতা, ২১ অক্টোবর (হি.স.): শিয়ালদহ স্টেশনে এক তরুণীর ছবি তুলতে বাধা দেওয়ায় তাঁর প্রেমিককে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ উঠল। অভিযুক্ত ৩ জনকে ইতিমধ্যেই গ্রেফতার করেছে রেল পুলিস। রবিবার রাতের ঘটনা। রেল পুলিশ সূত্রে খবর, ঢাকুরিয়া থেকে ওই তরুণী এবং তাঁর এক বন্ধু ট্রেনে ওঠেন। চলন্ত ট্রেনে তরুণীর ছবি তোলার চেষ্টা করে তিন যুবক। বুঝতে পেরেই তিনি প্রতিবাদ করেন। পরে শিয়ালদহ স্টেশনে ট্রেন থেকে নামলে ওই তরুণী এবং তাঁর বন্ধুর পিছু নেয় অভিযুক্ত তিন যুবক। অভিযোগ, ফের তারা ওই তরুণীর ছবি তোলার চেষ্টা করলে বাধা দেয় তরুণীর বন্ধু। তখনই তাঁকে বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ।

স্থিতিশীলতা, স্থায়িত্ব ও সমাধান মানবতার উন্নত ভবিষ্যতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ শর্ত : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২১ অক্টোবর (হি.স.): স্থিতিশীলতা, স্থায়িত্ব ও সমাধান মানবতার উন্নত ভবিষ্যতের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার দিল্লিতে একটি বেসরকারি টিভি চ্যানেল আয়োজিত এক সেমিনারে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, "'আমরা যদি বিগত ৪-৫ বছরের দিকে তাকাই, সমস্ত আলোচনায় একটি বিষয় সাধারণ ছিল এবং তা হল ভবিষ্যত নিয়ে উদ্বেগ। কোভিড, বৈশ্বিক অর্থনীতি, মুদ্রাস্ফীতি, বেকারত্ব, জলবায়ু পরিবর্তন, যুদ্ধ, বৈশ্বিক ব্যাঘাত সাপ্লাই চেইন, স্ট্রেস এবং টানাপড়েন বিশ্বব্যাপী সম্মেলন এবং সেমিনারগুলির বিষয় হয়ে উঠেছে। সমস্ত উদ্বেগ ও উদ্দীপনার মধ্যে, বিশ্বব্যাপী অস্থিরতার মধ্যে ভারত একটি আশার আলো হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে। বৈশ্বিক পরিস্থিতি ভারতকেও প্রভাবিত করে, আমরাও চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছি, কিন্তু এখানে ইতিবাচকতার অনুভূতি রয়েছে।'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আরও বলেছেন, 'ভারত সব ক্ষেত্রেই কাজ করছে, নজিরবিহীন দক্ষতায় চলছে। সরকার গঠনের ১২৫ দিন পূর্ণ হয়েছে... ৯ লক্ষ কোটি টাকার পরিকাঠামো প্রকল্প শুরু হয়েছে। ১৫টি নতুন বন্দে ভারত ট্রেন চালু করা হয়েছে। ৮টি বিমানবন্দরের নির্মাণকাজ শুরু হয়েছে... ৫ লক্ষ বাড়িতে রুফ টপ সোলার প্ল্যান্ট তৈরি করা হয়েছে। ৯০ কোটিরও বেশি গাছ লাগানো হয়েছে, ১২৫ দিনে সেনসেক্স এবং নিফটি ৬ থেকে ৭ শতাংশ বেড়েছে।'

সাঁতরাগাছি স্টেশনের পাশে ভোরবেলায় আগুন, ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অজানা

সাঁতরাগাছি, ২১ অক্টোবর (হি.স.): সোমবার ভোর ৪টে নাগাদ সাঁতরাগাছি স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় হঠাৎ আগুন লাগে, যা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনার খবর পেয়ে দমকল বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। তবে স্থানটি অত্যন্ত ঘিঞ্জি হওয়ার কারণে দমকলের ইঞ্জিন সেখানে পৌঁছতে সমস্যায় পড়ে। অবশেষে একটি পুকুর থেকে পাম্পের সাহায্যে জল সংগ্রহ করে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়।প্রাথমিকভাবে জানা যাচ্ছে, আগুনে দু’’টি বাড়ি সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারাও আগুন নেভানোর কাজে সহায়তা করেন। তবে এখনও পর্যন্ত আগুন লাগার কারণ সঠিকভাবে জানা যায়নি এবং ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি।

কাশ্মীর কখনওই পাকিস্তান হবে না : ফারুখ আব্দুল্লাহ

শ্রীনগর, ২১ অক্টোবর (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের গান্ডেরবাল জেলায় সন্ত্রাসবাদী হামলার তীব্র নিন্দা করলেন ন্যাশনাল কনফারেন্স-এর প্রধান ফারুখ আব্দুল্লাহ। পাকিস্তানকে রীতিমতো হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি বলেছেন, 'কাশ্মীর কখনই পাকিস্তান হবে না।' উল্লেখ্য, জম্মু ও কাশ্মীরের গান্ডেরবাল জেলার গগনগীর এলাকায় সন্ত্রাসবাদী হামলায় মোট ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে, তাঁদের মধ্যে ৬ জন পেশায় শ্রমিক। এই হামলায় ৫ জন আহত হয়েছেন।ভয়াবহ এই সন্ত্রাসবাদী হামলার তীব্র নিন্দা করে জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ফারুক আব্দুল্লাহ সোমবার বলেছেন, 'এই হামলা খুবই দুর্ভাগ্যজনক। পরিযায়ী দরিদ্র শ্রমিক ও একজন ডাক্তার প্রাণ হারিয়েছেন। এসব থেকে সন্ত্রাসবাদীরা কী পাবে? তারা কি মনে করে যে তারা এখানে একটি পাকিস্তান তৈরি করতে পারবে। আমরা সন্ত্রাসকে শেষ করার চেষ্টা করছি, যাতে আমরা দুর্দশা থেকে বেরিয়ে যেতে পারি। আমি পাকিস্তানের নেতৃত্বকে বলতে চাই, তারা যদি ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক চায়, তবে এসব বন্ধ করতে হবে। কাশ্মীর কখনওই পাকিস্তান হবে না, আসুন আমরা মর্যাদার সঙ্গে বাঁচি এবং সফল হই। সময় এসেছে সন্ত্রাস বন্ধ করার, নইলে পরিণতি হবে ভয়াবহ।'

বৃষ্টিতে জলমগ্ন বেঙ্গালুরুর রাস্তা, স্কুল ও অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে ছুটি

বেঙ্গালুরু, ২১ অক্টোবর (হি.স.): প্রবল বৃষ্টিতে জলমগ্ন হয়ে পড়লো তথ্য প্রযুক্তি নগরী বেঙ্গালুরু। অত্যধিক বৃষ্টিতে রাস্তায় জল জমে যাওয়ায় সোমবার সকালে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয় বেঙ্গালুরু শহরে, রাস্তায় জল জমে যাওয়ায় ধীর গতিতে চলাচল করে যানবাহন। ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাসের প্রেক্ষিতে সোমবার বেঙ্গালুরু শহরের সমস্ত স্কুল ও অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে ছুটি ঘোষণা করা হয়। উল্লেখ্য, ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) আগামী ২৪ ঘণ্টায় তামিলনাড়ুতে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করেছে। এছাড়াও গুজরাট, কোঙ্কন ও গোয়া, মধ্য মহারাষ্ট্র, মারাঠওয়াড়া, কর্ণাটক, কেরল, তামিলনাড়ু এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

রাঁচিতে পুলিশ স্মৃতি দিবসে বীর শহিদদের শ্রদ্ধা নিবেদন

রাঁচি, ২১ অক্টোবর (হি.স.): সোমবার রাঁচির পুলিশ লাইনে পুলিশ স্মৃতি দিবসে বীর শহিদদের শ্রদ্ধা জানানো হয়। রাঁচি—সহ ঝাড়খণ্ডের যেসব পুলিশ দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছিলেন তাঁদের স্মৃতিতে শ্রদ্ধা জানানো হয় এদিন।

রাঁচির এসএসপি চন্দন সিনহা বলেন, দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে দেশের জন্য শহিদ হওয়া গর্বের বিষয়, কিন্তু তাঁদের হারানোর যন্ত্রণা ভোলা যায় না। তিনি উল্লেখ করেন, ২১ অক্টোবর, ১৯৫৯ সালে লাদাখের হট স্প্রিং-এ চীনা সেনাবাহিনীর আক্রমণে সিআরপিএফ জওয়ান করম সিং ও আরও ২০ জন জওয়ান শহিদ হন। সেই থেকে ২১ অক্টোবর পুলিশ স্মৃতি দিবস হিসেবে পালিত হয়। পুলিশ স্মৃতি দিবসে বিগত এক বছরে নিহত শহিদ জওয়ান ও পুলিশদের শ্রদ্ধা জানানো হয়।

পুলিশ কর্মীদের অটুট নিষ্ঠা জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২১ অক্টোবর (হি.স.): পুলিশ স্মৃতি দিবসে পুলিশ কর্মীদের সাহসিকতাকে কুর্নিশ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার সামাজিক মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী মোদী লিখেছেন, পুলিশ কর্মীদের অটুট নিষ্ঠা জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। প্রধানমন্ত্রী মোদী এদিন দুপুরে নিজের এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'পুলিশ স্মৃতি দিবসে আমরা আমাদের পুলিশ সদস্যদের সাহসিকতা ও আত্মত্যাগকে সম্মান জানাই। তাঁদের অটুট নিষ্ঠা আমাদের জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। তাঁরা সাহস এবং সংকল্পের উদাহরণ প্রদান করেন। মানবিক চ্যালেঞ্জের সময় তাঁদের সক্রিয় প্রচেষ্টা এবং সহায়তা সমানভাবে প্রশংসনীয়।'

পুলিশ মেমোরিয়াল দিবসে রেড রোডে পুলিশের মূর্তিতে মাল্যদান, শ্রদ্ধা নিবেদন নগরপাল মনোজ ভার্মার নেতৃত্বে

কলকাতা, ২১ অক্টোবর(হি.স.): পুলিশ মেমোরিয়াল দিবস উপলক্ষে সোমবার কলকাতার রেড রোড এবং মেয়ো রোড সংযোগস্থলে অবস্থিত পুলিশের মূর্তিতে মাল্যদান করেন কলকাতা পুলিশের নগরপাল মনোজ ভার্মা। তার পরই একে একে মাল্যদান করেন রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার, এডিজি অনুজ শর্মা সহ একাধিক পুলিশ কর্মী এবং উচ্চ পদস্থ আধিকারিকরা। এই অনুষ্ঠানে শহরের বিভিন্ন এলাকা থেকে পুলিশ প্রশাসনের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। পুলিশ মেমোরিয়াল দিবসের এই আয়োজনের মাধ্যমে শহরের পুলিশ বাহিনীর সদস্যরা তাদের প্রয়াত সহকর্মীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

গিরিডিতে পথ দুর্ঘটনায় মৃত ৩

গিরিডি, ২১ অক্টোবর (হি.স.) : ঝাড়খণ্ডের তারাতান্ড থানা এলাকার পান্ডারিতে সড়ক দুর্ঘটনায় তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার সকালে।নিহত দু’’জন হলেন উত্তরপ্রদেশের দেওরিয়া জেলার কৈলাশ সিং (৬০), বোকারোর সুরেন্দ্র সিং (৬০) এবং রাজীব রঞ্জন সিনহা (৪৫)। এদিন দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। তিনটি মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। জানা গেছে, তিনজনই তাদের সুইফট ডিজায়ার গাড়িতে ধানবাদ থেকে গিরিডিহ হয়ে দেওঘর যাচ্ছিলেন। এদিকে পান্ডারীর কাছে গিরিডিহ থেকে ধানবাদের দিকে যাওয়া আরেকটি গাড়ির সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষ এতটাই তীব্র ছিল যে দুটি গাড়িই ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। আর সুইফট ডিজায়ার গাড়িতে বসে থাকা সুরেন্দ্র, কৈলাশ ও রাজীব রঞ্জন সিনহার ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়।

বৈষ্ণবনগরে রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার, খুনের অভিযোগে চাঞ্চল্য

মালদা, ২১ অক্টোবর (হি.স.): মালদার বৈষ্ণবনগর থানা এলাকার বীরনগর রাধানাথ টোলায় রক্তাক্ত অবস্থায় এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। নিহতের পরিবার খুনের অভিযোগ তুলেছে এবং অভিযুক্তদের শাস্তির দাবি জানিয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সোমবার সকালে স্থানীয়রা মাঠের দিকে গেলে আমবাগানে একজনকে পড়ে থাকতে দেখেন, যার চোখে-মুখে রক্ত লেগে ছিল। দ্রুত তারা পুলিশে খবর দেন। নিহতের নাম ফুলচাদ মন্ডল (৪২), তিনি ১৮ মাইল জালাদিটোলা গ্রামের বাসিন্দা। তার রক্তাক্ত দেহ বাড়ি থেকে প্রায় ২ কিমি দূরে একটি আমবাগানে পড়ে ছিল।

পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠিয়েছে। ইতিমধ্যেই এএসপি রুরাল আলি আবু বক্কর টিটি এবং কালিয়াচকের এসডিপিও ফয়জল রজা ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছেন। এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে এবং স্থানীয়রা দ্রুত বিচার ও অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তির দাবি তুলেছেন।

সোমবার কংগ্রেস সদর কার্যালয়ে বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মনের নেতৃত্বে এক সাংগঠনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। নিজস্ব ছবি।

আজ দিল্লিতে প্রধান কার্যালয়ে সদস্যতা অভিযানের ও সাংগনিক নির্বাচনের বৈঠক শেষে রাষ্ট্রীয় সভাপতি জেপি নাড্ডার সাথে বিভিন্ন সাংগঠনিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি তথা সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য।

বসত ঘর

● **প্রথম পাতার পর**

মানিক দেববর্মার বাড়িতে আচমকা অগ্নিসংযোগ ঘটে। তাতে ঘরের ভেতরের সমস্ত আসবাবপত্র পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ওই সময় বাড়িতে মানিক দেববর্মা সহ তার পরিবারের লোকজন বাড়িতে ছিলেন না। ঘটনাটি প্রথমে পার্শ্ববর্তী বাড়ি ঘরের লোকজন দেখতে পেয়ে খবর দিয়েছেন শ্রীনগর থানায় এবং আনন্দনগর দমকলবাহিনীকে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে দ্রুত ছুটে গিয়ে আনন্দনগর অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা এবং শ্রীনগর থানার ওসি দিলীপ দেববর্মা। দমকলকর্মীরা বেশ কিছুক্ষণ চেষ্টা চালিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে এবং পার্শ্ববর্তী বাড়িঘরগুলি আগুনের হাত থেকে রক্ষা করে।

এলাকা সূত্রে জানা গিয়েছে, মানিক দেববর্মা একজন খেটে খাওয়া ব্যক্তি। তার ঘরের সমস্ত আসবাবপত্র সহ বেশকিছু প্রয়োজনীয় নথি পত্র আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

হুক লাইন

● **আটের পাতার পর**

হুক লাইন দেখলেই বৈধ গ্রাহক প্রতিবাদ জানাতে পারেন। এতে জীবনহানি এবং সম্পদহানি থেকে যেমন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে রক্ষা করা যাবে, তেমনি পার্শ্ববর্তী এলাকায় বিদ্যুৎ পরিষেবাও অক্ষুন্ন থাকবে। সেই সঙ্গে বিদ্যুৎ নিগম বিশাল অর্থ ক্ষতি থেকেও নিজেদের রক্ষা করতে পারবে।

কিন্তু এর সঙ্গে সৌভাগ্য যোজনার কোন সম্পর্ক নেই। সৌভাগ্য যোজনা অর্থাৎ কেন্দ্রীয় এই প্রকল্প ২০২০ সালের ৩১ ডিসেম্বর বন্ধ হয়ে যায়। বর্তমানে রিয়াং জনজাতিদের জন্য পি এম জনমন প্রকল্প চলছে। ২০২০ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত রাজ্যে মোট ১ লক্ষ ৩৬ হাজার ২৩২ জনকে সৌভাগ্য যোজনায় বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয়েছিল। বর্তমানে এ জাতীয় কোন প্রকল্প চালু নেই। ফলে এই প্রকল্পে বিদ্যুৎ সংযোগ না পাওয়ার ফলেই হুক লাইনের বিদ্যুৎ চুরি হচ্ছে এমন ধারণা ঠিক নয়। হুক লাইন বর্তমানে একটা ব্যাধির রূপ নিয়েছে । একমাত্র সমাজের সর্বস্তরের জনগণের সক্রিয়ভাবে রুখে দাঁড়ানোর মাধ্যমেই বিদ্যুৎ চুরি বন্ধ হতে পারে এবং এর মাধ্যমে নিরন্তর বিদ্যুৎ পরিষেবা জারি রাখার পাশাপাশি হুক লাইন জনিত দুর্ঘটনা রোধ করা ও সম্ভব হবে।

আহত এক

● **প্রথম পাতার পর**

বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। তাতে বাইক চালক রাস্তায় ছিটকে পড়েন। ফলে গুরুতর আহত হয়েছে তিনি। আহত ব্যক্তি রামনগরের নিবাসী শংকর বণিক (৫৫)। এদিকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে পুলিশ। এদিকে, ইকো গাড়ির চালক ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। পুলিশ অটো চালককে থানায় নিয়ে গিয়েছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

গ্রেপ্তার যুবক

● **প্রথম পাতার পর**

মেলামেশা শুরু করে এবং পরে তাকে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। এই ঘটনা জানিয়ে ফটিকরায় থানায় ধর্ষকের নামধাম দিয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করে ধর্ষিতা নিজেই। এদিকে ঘটনার পর গা ঢাকা দেয় অভিযুক্ত। অভিযোগ পেয়ে মাঠে নামে পুলিশ। ঘটনার দুদিনের মাথায় কৈলাশহর পুলিশের সহযোগিতায় কৈলাশহর এলাকা থেকে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে আদালতে পাঠানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন ফটিকরায় থানার ওসি পার্থ নাথ ভৌমিক।

দাবি নির্যাতিতার

● **প্রথম পাতার পর**

কোন খবর নেই। টাকাও ফেরত দেওয়া হয় না অনেকবার তাগিদ দেওয়া সত্বেও। চলতি মাসের তিন তারিখে লোক মারফত খবর দিয়ে বাড়ি ডেকে নেয় তাজ উদ্দিন। ঘরে সে একাকী ছিল। ঘরে প্রবেশ করা মাত্র মহিলারা উপর ঝাপিয়ে পড়ে তাজ। অনেক ধস্তাধস্তি করে নিজেকে বাঁচিয়ে ফিরে আসে মহিলাটি। থানায় তাজ উদ্দিনের নামের অভিযোগ দায়ের করে মহিলাটি। কিন্তু ইরানী থানার ভূমিকায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ওই নির্যাতিতা। মহিলার দাবি অভিযোগ জানানোর পরেই পুলিশ সুবিচার পাইয়ে দিতে কোনো প্রকার সাহায্য করছে না।

বাড়িতে চুরি

● **প্রথম পাতার পর**

গিয়েছিলেন। সোমবার সকালে এসে ঘরের দরজার তালা ভাঙা অবস্থায় দেখতে পান তিনি। এমন অবস্থা দেখে কান্নায় ভেঙে পড়েন তিনি। সাথে সাথে খবর দেয় বিশালগড় থানায়। উক্ত চুরির ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে বিশালগড় থানার পুলিশ সন্দেহজনক এলাকায় নবী মিয়া নামে এক ব্যক্তিকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়।

জানা গিয়েছে, বেশ কিছুদিন পূর্বে নবী মিয়া বিএসএফ জওয়ান মনোরঞ্জন ঘোষের বাড়িতে কোন এক বিষয়কে কেন্দ্র করে বাড়ি লুট করে নেওয়ার হুমকি দিয়েছিল।

রাজ্যেও

● **প্রথম পাতার পর**

দপ্তরগুলো জনস্বার্থে সতর্কতা জারি করছে। দপ্তর থেকে জানানো হয়েছে, ২৪ অক্টোবর সকালে ওড়িশা-পশ্চিমবঙ্গ উপকূল সংলগ্ন উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে পৌঁছতে পারে এই ঘূর্ণিঝড়। ত্রিপুরা রাজ্যের বেশ কিছু জেলায় হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। ভারী বর্ষণ , বজ্রবিদ্যুৎ সহ ঝড়ের সম্ভাবনা নিয়ে দক্ষিণ, গোমতী ও সিপাহিজলা জেলাকে সতর্ক করা হয়েছে।

বন্যা পরিস্থিতি ঠেকাতে মাইথন-পাঞ্চেতে জল ছাড়া শুরু করল ডিভিআরআরসি, জারি হলুদ সতর্কতাঁ

দুর্গাপুর, ২১ অক্টোবর(হি.স.): ফের বঙ্গোপসাগারে নিম্নচাপ! আর তার দরুন আগামী দু-তিনদিন ঘূর্ণিঝড়ের সঙ্গে প্রবল বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। এমনই সতর্কতা জারি করল আলিপুর আবহাওয়া দফতর। নিম্ন দামোদর আববাহিকায় বন্যা পরিস্থিতি ঠেকাতে মাইথন ও পাঞ্চেত জলাধারের জলস্তর কমানো র জন্য সোমবার জল ছাড়া শুরু করল। একইসঙ্গে হলুদ সতর্কতা জারি করল ডিভিআরআরসি।প্রসঙ্গত, চলতি মরশুমে গত আগস্টের গোড়া থেকে একের পর এক নিম্নচাপের দরুন কার্যত বিপর্যস্ত পশ্চিমবঙ্গ। দফায় দফায় বন্যা পরিস্থিতি তৈরী, পুর্ব বর্ধমান, হুগলি, হাওড়া, পুর্ব মেদিনীপুর জেলা র কিছু জায়গায়। মাইথন-পাঞ্চেতের জল ছাড়া নিয়ে ডিভিসির সঙ্গে রাজ্যের চাপানউতোর শুরু হয়। সম্প্রতি আরও একটা নিম্নচাপ ঘনীভূত হয়েছে বঙ্গোপসাগারে। তার সঙ্গে "দানা" ঘূর্নিঝড় উঠেছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, ইতিমধ্যে উত্তর আন্দামান সাগরের উপর ঘূর্ণিঝড় উঠেছে। আগামী ২২ অক্টোবরএটি পশ্চিম-উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হবে এবং নিম্নচাপে পরিনত হবে। ২৩ অক্টোবর পূর্ব মধ্য বঙ্গোপসাগরে একটি ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হওয়ার খুব সম্ভাবনা রয়েছে। তারপরে, এটি ২৪ অক্টোবর সকালের মধ্যে উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে ওড়িশা-পশ্চিমবঙ্গ উপকূলে উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে পৌঁছানোর খুব সম্ভাবনা রয়েছে। তার দরুন ২৩ অক্টোবর পূর্ব ও পশ্চিম মেদনীপুর এবং উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার অনেক জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি/বজ্রবৃষ্টি এবং দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলাগুলির কিছু জায়গায় ভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে। ২৪ অক্টোবর ভারি থেকে অতিভারি বৃষ্টিপাত হবে পূর্ব ও পশ্চিম মেদনীপুর এবং উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা। ওই জেলায় জারি হয়েছে লাল সতর্কতা। এবং পরদিন ২৫ অক্টোবর পূর্ব ও পশ্চিম মেদনীপুর, ঝাড়গ্রাম ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা ভারি থেকে অতি ভারি বৃষ্টিপাত হবে। ওইদিনও জারি করা হয়েছে লাল সতর্কতা। এছাড়াও দক্ষিনবঙ্গের বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, উত্তর ২৪ পরগনায় ভারি বৃষ্টিপাত হবে। জারি হয়েছে কমলা সতর্কতা। এছাড়াও গাঙ্গেয় উপতক্যায় জারি হয়েছে হলুদ সতর্কতা। এদিকে দামোদর নিম্ন আববাহিকায় বন্যা পরিস্থিতি ঠেকাতে আগাম জল ছেড়ে মাইথন, পাঞ্চেতে জলস্তর কমানো শুরু করেছে ডিভিআরআরসি। ডিভিসি সূত্রে জানা গেছে, মাইথন জলাধারে বিপদসীমা ৪৯৫ ফুট। এখন জলস্তর রয়েছে ৪৮৭ ফুট। সেখান থেকে জল ছাড়া হয়েছে ১৫ হাজার কিউসেক। পাঞ্চেত জলাধারে বিপদসীমা ৪২৫ ফুট। এখন ৪১৭ ফুট জলস্তর রয়েছে। পাঞ্চেত থেকে ৩৩ হাজার কিউসেক জল ছাড়া হয়েছে। একইসঙ্গে দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকে ২৪ হাজার কিউসেক জল ছাড়া শুরু করে। রাতদুর্গাপুর ব্যারেজ থেকে ৪৮ হাজার কিউসেক জল ছাড়া হবে বলে জানিয়েছে দুর্গাপুর সেচ দফতর। উল্লেখ্য, গত ১৫-১৬ সেপ্টেম্বর ঝাড়খন্ডে প্রবল বৃষ্টিপাতের দরুন মাইথন ও পাঞ্চেতে জলস্তর বিপদসীমায় পৌঁছে যায়। ফলে রাতারাতি আড়াই লক্ষ কিউসেক জল ছাড়তে হয় ডিভিসিকে।

জরাজীর্ণ রাস্তা, বিপর্যস্ত জনজীবন, উদাসীন প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ২১ অক্টোবর: কমলপুর মহকুমার দুর্গা চৌমুহনী আরডি ব্লকের অন্তর্ভুক্ত মায়াছড়ি পঞ্চায়েতের ৬ নং ওয়ার্ডের নতুন বাগান এলাকায় একমাএ রাস্তা সম্পূর্ন ভাঙ্গনের দরুন জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। প্রশাসন নির্বিকার। এলাকার বসবাসকারীদের মধ্যে বাড়ছে ক্ষোভের বন্যা।

কমলপুর দুর্গা চৌমুহনী আরডি ব্লকের অধীন মায়াছড়ি পঞ্চায়েত। মায়াছড়ি পঞ্চায়েতের ৬ নং ওয়ার্ডের নতুন বাগান এলাকার বাসিন্দারা সবাই শ্রমিক। এই এলাকার পূর্ত দপ্তরের অধীন পিচ রাস্তা গত বছর বৃষ্টি থেকে ভাঙ্গতে শুরু করে। চলতি বছরের সেপ্টেম্বর মাসে লাগাতর বৃষ্টিতে সম্পূর্ন ভেঙ্গে যোগাযোগ বিছিন্ন হয়ে পড়ে। গ্রামবাসীরা প্রানের ঝুঁকি নিয়ে দৈনন্দিন জীবন যুদ্ধে চলাচল করতে বাধ্য হচ্ছে।

নতুন বাগান সহ ৬ নং ওয়ার্ডের বসবাসকারীদের অভিযোগ, ভোট না হওয়ার কারণে পঞ্চায়েতের প্রধান থেকে শুরু করে ওয়ার্ডের মেম্বারের নাম জানেন না। তারা কোন সময় এলাকায় আসেন না। রাস্তা ভেঙ্গে গেছে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন, গ্রামে পানীয় জল নেই, বিদ্যুত নেই , নেই কোন স্বাস্থ্য কেন্দ্র। কোন মূমূর্ষ রোগীকে কমলপুর বিমল সিংহ মেমোরিয়াল হাসপাতালে নিয়ে যেতে হলে প্রান ওষ্ঠাগত অবস্থা। যার ফলে ক্ষোভে ফেটে পড়েন গ্রামের মহিলা ও পুরুষরা।

গ্রামের মানুষ জানান, পঞ্চায়েতের প্রধান, উপপ্রধান ও ওয়ার্ড মেম্বারকে , তাদের নাম কি কিছু জানেন। কারন কেউ তাদের খোঁজ খবর করে না। এবিষয়ে মায়াছড়ি পঞ্চায়েতের উপ প্রধান সব্যসাচী গোয়ালাকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, তিনি রাস্তা ভাঙ্গন সমন্ধে তিনি অবহিত রয়েছেন। এবিষয়ে ধলাই জেলার ডিএম কে জানিয়েছেন। স্থানীয় পূর্ত দপ্তরের আধিকারিককে জানিয়েছেন। রাস্তার কারনে রাস্তা তৈরীর জিনিসপত্র নেওয়া যাচ্ছে না বলে তিনি বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে যান।

এবিষয়ে স্থানীয় পূর্ত দপ্তরের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার এস দেব সরকার বলেন, তিনি রাস্তা ভাঙ্গনের ঘটনা জানেন। এই রাস্তা নির্মাণ নিয়ে ইস্টিমেট পাঠানো হবে। ইতিমধ্যে এলাকা পরিদর্শন করবেন বলেও জানিয়েছেন। এই রাস্তা মেরামত নিয়েও দ্বিচারিতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

বিশ্রামগঞ্জ হাসপাতালের চিকিৎসক সাদিকুর রশিদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ স্বাস্থ্যকর্মীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশ্রামগঞ্জ, ২১ অক্টোবর:ফের বিতর্কে জড়ালেন বিশ্রামগঞ্জ হাসপাতালের চিকিৎসক সাদিকুর রশিদ। এই চিকিৎসক কোয়ার্টারে প্রাইভেট চেম্বার খুলে রোগী দেখায় বিনষ্ট হচ্ছে কোয়ার্টারের পরিবেশ। সোমবার এনিয়ে অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীদের পক্ষ থেকে নানা প্রশ্ন তুলে তীব্র ক্ষোভ ব্যক্ত করা হয়।

বিশ্রামগঞ্জ হাসপাতালের সরকারি কোয়ার্টারে প্রাইভেট চেম্বার খুলে রোগী দেখছেন চিকিৎসক সাদিকুর রশিদ। এতে বিনষ্ট হচ্ছে কোয়াটারের পরিবেশ। আর এই অভিযোগ তুলে সোমবার দুপুরে কোয়াটারের অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীরা একত্রিত হয়ে চিকিৎসক সাদিকুর রশিদের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ ব্যক্ত করেন।

স্বাস্থ্যকর্মীরা আরো জানান চিকিৎসক সাদিকুর রশিদের কোন মহিলা হেলপার নেই। মহিলা রোগীদের উনি চেম্বারের ভিতরে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দেন। এই বিষয়টিও কোয়াটারের অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীরা ভালো চোখে নিচ্ছেন না। এই বিষয়ে তারা অভিযোগ জানিয়েছেন হাসপাতালে মেডিকেল অফিসার ইনচার্জ ডঃ পূজা দেবকে। সোমবার এই অভিযোগে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল বিশ্রামগঞ্জ হাসপাতালের কোয়ার্টার চত্বর।

তামাকমুক্ত যুব অভিযান ২.০ এর অঙ্গ হিসেবে বিশেষ অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২১ অক্টোবর:আজ তামাকমুক্ত যুব অভিযান ২.০ এর অঙ্গ হিসাবে দক্ষিণ ত্রিপুরার জেলা তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলের তত্ত্বাবধানে বিলোনিয়া সাব-ডিভিশনের কলেজ স্কোয়ার, বিলোনিয়া, মতাই বাজার এবং মাইছরা বাজার এবং আশেপাশের স্কুল এলাকায় কোটপা আইন ২০০৩-এর তিনটি অভিযান চালানো হয়েছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং বিলোনিয়া থানার যৌথ অভিযানে, তামাক আইনের ধারা ৪ অর্থাৎ পাবলিক প্লেসে ধূমপান নিষিদ্ধ, তামাক আইনের ৬(এ)অর্থাৎ আঠারো বছরের কম বয়সী যেকোনো ব্যক্তির কাছে সিগারেট ও অন্যান্য তামাকজাত দ্রব্য বিক্রি নিষিদ্ধ এবং ধারা ৬(বি) অর্থাৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১০০ গজের মধ্যে তামাক বিক্রি নিষিদ্ধ করার বিষয়ে সচেতনতা তৈরি করা হয়েছে।

অভিযানে ১৪ জন ব্যবসায়ীর কাছ থেকে ২১০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। অভিযানের মূল উদ্দেশ্য ছিল তামাক আইন সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং তামাকের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে অবহিত করা। অভিযানে উপস্থিত ছিলেন ইনস্পেকিং অফিসার অফ ড্রাগ আদিত্য প্রকাশ চাকমা, জেলা নোডাল অফিসার ডাঃ অলক দাস, জেলা পরামর্শক অরিজিৎ দাস এবং বিলোনিয়া থানার পুলিশ বাহিনী। আগামী দিনেও এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

বন্যার ক্ষয়ক্ষতি নিয়েই কিছুটা লাভের আশায় শীতকালীন সবজির চারা রুপনে মনোনিবেশ করছেন চাষীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ২১ অক্টোবর: বন্যা প্লাবিত হয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ২ মাস অতিক্রান্ত হলেও এখনো সরকারি ক্ষতিপূরণের প্রাথমিক পর্যায়ের অর্থসাহায্যও পেলেন না কৃষিপ্রধান সোনামুড়া মহকুমার বিভিন্ন এলাকার বর্গাচাষীরা। এই অবস্থায় মনের দুঃখ মনে চেপে রেখেই এবার শীত সবজির চাষে মনযোগী হয়েছেন তারা। লাভালাভের বিষয়টিকে ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দিয়ে আপাতত ফুলকপি , বাঁধাকপি টমেটো , ইত্যাদি শীতকালীন সবজির চারা রুপন করছেন ২মাস আগের বন্যা ক্ষতিগ্রস্ত বর্গা চাষীরা।

বর্তমান সরকার কৃষকদের অন্নদাতা হিসেবে আক্ষায়িত করে থাকে। কিন্তু তাদের ও তাদের পরিবারের সদস্যদের মুখে অন্ন উঠলো কি না ? তার খবর কেউ রাখে না। তাও যখন গত কিছুদিন আগের ভয়াবহ বন্যায় চরম ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন এই কৃষিজীবী পরিবার গুলি। কয়েকদিনের লাগাতার বর্ষণের কারনে গত অগাস্ট মাসের শেষের দিকে ভয়াবহ বন্যার কবলে পড়েছিল কৃষিপ্রধান সোনামুড়া মহকুমা। সোনামুড়ার কৃষিজ অঞ্চল বলে পরিচিত বেজিমারা , বটতলী , তেলকাজলা , উরমাই , ইত্যাদি এলাকার বহু বর্গা চাষীদের ধানি জমির পাশাপাশি হাজার হাজার কানি সবজি ক্ষেত চলে গিয়েছিল জলের তলায়। বন্যার এতো গুলি দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পরও এখনো নূন্যতম সরকারি অর্থ সাহায্য মেলেনি তাদের। বন্যা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দলের আগমন। সরকারি পর্যায়ে ক্ষয়ক্ষতি নিরুপনের হিসেব-নিকেশ ইত্যাদি তাদের কাছে হাসির খোরাক ছাড়া আর কিছুই নয়।

এতকিছুর পরও জীবন থেমে থাকে না। দুঃখ ভুলে নুতন আশায় বুক বেঁধে জীবন সংগ্রাম চালিয়ে যেতে চায় প্রতিটি মানুষ। সেই আশাতেই আবার শীতকালীন বিভিন্ন সবজি চারা রুপন করছেন উল্লেখিত বর্গাচাষীরা। তাদের সঙ্গে এ কাজে হাত লাগাচ্ছেন বর্গাচাষীদের পরিবারের মহিলা সদস্যরাও।

বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত চাষিরদের প্রাথমিক পর্যায়ে ১০০০ টাকা করে সরকারি ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হচ্ছে বলে জানা গেছে কৃষিদপ্তরের তরফে। তাতেও নাকি হচ্ছে দলবাজি। শাসক দলীয় নেতা বা কর্মী হওয়ার সুবাদে এমন অনেক ব্যক্তিবর্গের নাম উঠেছে ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকায় আদতে তারা কৃষকই নয় বলে জানা গেছে।

সোনামুড়ার নুতন বাজারে প্রশাসনিক অভিযানে বাজেয়াপ্ত মেয়াদ উত্তীর্ণ খাদ্য সামগ্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ২১ অক্টোবর:সোমবার বিকেলে মহকুমা খাদ্য দপ্তর ও সোনামুড়া মহকুমা প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে সোনামুড়ার নুতন বাজারে এক অভিযান চালানো হয়েছে। একাধিক রেস্টুরেন্ট ও মুদি দোকানে চলে এই অভিযান। উদ্ধার হয়েছে বে-আইনিভাবে ব্যবহার করা ৫ টি ডোমেস্টিক সিলিন্ডার ও প্রচুর পরিমান মেয়াদ উত্তীর্ণ প্যাকেটজাত খাদ্য সামগ্রী ও ভোজ্য তেল।

অভিযুক্ত দোকানিদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা গ্রহণ করা হবে বলে জানিয়েছেন অভিযানের নেতৃত্বে থাকা সোনামুড়ার অতিরিক্ত মহকুমা শাসক রুপন দাস। তাছাড়া সোনামুড়া স্লুইস গেট সংলগ্ন রাস্তার ধরে বেআইনি ভাবে সরকারি জায়গা দখল করে ব্যবসা করে আসা কয়েকজন স্ট্রিট ভেন্ডারকে উচ্ছেদ করে এই অভিযানকারী দলটি।

অভিযানে অন্যদের মধ্যে ছিলেন ডিসিএম প্রবীর সাহা , ফুড ইন্সপেক্টর সুনন্দা চৌধুরী ,ফুড সেফটি অফিসার রাহুল সাহা , লিগ্যাল মেট্রোলজি অফিসার বিকাশ দেববর্মা সহ সোনামুড়া থানার পুলিশ কর্মীরা।

কুমারঘাট পূর্ত দপ্তরের মাঠে শুরু হয়ে গেছে দেও-মনু প্লেয়ার্স সম্মেলনী ফুটবল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুমারঘাট, ২১ অক্টোবর:অবশেষে কুমারঘাট পূর্তদপ্তরের মাঠে ফুটবল গড়াল। গত ১০ বছর ধরে কুমারঘাট পূর্ত দপ্তরের মাঠে কোন ফুটবল টুর্নামেন্ট হচ্ছে না। দীর্ঘ বছর পর এই ধরনের একটি টুর্নামেন্ট আয়োজন করার ফলে খেলোয়াড়রা ছাড়াও গোটা মহকুমাবাসীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহের সৃষ্টি হয়েছে।

কুমারঘাট পাবলিক মিডিয়া ক্লাবের উদ্যোগে এই খেলার নাম দেওয়া হয়েছে দেও মনু প্লেয়ার্স সম্মেলনী ফুটবল। মোট ১৮ টি দল এই সম্মিলনী ফুটবলে অংশগ্রহণ করেছে। প্রথম দিনের খেলায় নয়া পাড়া এফসি কুমারঘাট ফুটবল একাডেমিকে সাডেন ডেথে পরাজিত করে। প্রথম অর্ধে কোন দল গোল করতে পারে নি। দ্বিতীয় অর্ধে দুটি দল ১ ১গোলে ম্যাচ শেষ করে।

অতিরিক্ত সময়েও ম্যাচের ফলাফল ফয়সালা না হওয়ার ফলে ট্রাই বেকার পর্যন্ত গড়ায়। ট্রাই বেকার ও ম্যাচ ৬-৬ গোলে অসমাপ্ত থাকে। অবশেষে সাডেন ডেথে নয়াপাড়া এফসি জয় ছিনিয়ে নেয়। প্রথম দিনের উদ্বোধনী ম্যাচ অত্যন্ত উপ ভোগ্য হয়ে উঠার কারণে এক সময়ে বেশ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।

অত্যন্ত আকর্ষণীয় এই দেও মনু প্লেয়ারস সম্মিলনি ফুটবলকে সফল করে তোলার জন্য বিশিষ্ট ক্রীড়া সংগঠক সুদর্শন বৈদ্যকে সভাপতি অনাদিদেবকে সম্পাদক করে এক শক্তিশালী কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিতে জনপ্রতিনিধি থেকে শুরু করে বিভিন্ন সংগঠনকে যুক্ত করা হয়েছে। মঙ্গলবার বিকালে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের পক্ষ থেকে কুমারঘাট পূর্তদপ্তরের মাঠ সাফাই অভিযানের ডাক দেওয়া হয়েছে।

মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সম্মিলনী ফুটবলের উদ্বোধন করা হয়। কচিকাঁচা শিশুকন্যাদের দিয়ে এই টুর্নামেন্টের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে পরিচালন কমিটি সমাজের কাছে নতুন বার্তা ছড়িয়ে দিয়েছে।

জেলা এবং ব্লক কংগ্রেস সভাপতিদের নিয়ে সাংগঠনিক বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ অক্টোবর: প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে ব্লক স্তর থেকে শুরু করে রাজ্যস্তরের নেতৃত্বকে নিয়ে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এদিনের সভাতে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ সহ অন্যান্যরা।

প্রদেশ কংগ্রেসের মুখপাত্র প্রবীর চক্রবর্তী বলেন, বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মনের উপস্থিতিতে সমস্ত জেলা কংগ্রেস সভাপতি এবং ব্লক কংগ্রেস সভাপতিদের নিয়ে এক সাংগঠনিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। রাজ্যে খুন, সন্ত্রাস ও নারী নির্যাতন ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েই যাচ্ছে। কিন্তু রাজ্যে আইনের শাসন নেই। তাই আইন শৃঙ্খলার বিরুদ্ধে আজ থেকে আন্দোলনে নেমেছে প্রদেশ কংগ্রেস। মূলত এবিষয় নিয়েই আলোচনা হয়েছে।

গবাদি পশু চুরি করতে ব্যর্থ চোরের দলের ফেলে যাওয়া গাড়ি আগুনে পুড়ে ছাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ অক্টোবর : গরু চুরি করতে গিয়ে ব্যর্থ হল চোরের দল। কারণ, স্থানীয় মানুষ টের পেয়ে যাওয়ায় গবাদি পশু সহ গাড়ি ফেলে পালিয়ে যায় তার। পরবর্তীতে, ওই গাড়িটি পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়া অবস্থায় উদ্ধার হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, গবাদি পশু উদ্ধার করার পর গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছেন স্থানীয় জনগণ। তবে, এ-বিষয়ে পুলিশ নিশ্চিতভাবে কিছুই বলতে পারছে না।

পুলিশ জানিয়েছে, গাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে গেছে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে তাঁরা গবাদি পশু চুরির বিষয়ে জানতে পেরেছেন। গতকাল রাত দেড়টা নাগাদ জিরানিয়া শচীন্দ্রনগর এলাকায় একটি বাড়িতে চোরের দল গবাদি পশু চুরির উদ্দেশ্যে হানা দিয়েছিল। তারা চারটি গবাদি পশু গাড়িতে তুলে পালানোর সময় বাড়ির লোকজন টের পেয়ে যান। তাঁদের ঘর থেকে বের হতে দেখে চোরের দল গবাদি পশু সহ গাড়ি ফেলে পালিয়ে যায়। ওই সময় চিৎকার চেচামেচি শুনে আশেপাশের লোকজনও ছুটে আসেন। সকলে মিলে গবাদি পশু উদ্ধার করে নিজ নিজ বাড়ি চলে যান। কিন্তু, আজ সকালে চোরেদের ফেলে যাওয়া গাড়িটি আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়া অবস্থায় দেখতে পান স্থানীয় মানুষ।

পুলিশ আরও জানিয়েছে, গাড়িতে আগুন কিভাবে লেগেছে তা বোঝা যাচ্ছে না। ওই ঘটনায় স্থানীয় জড়িত কিনা এখনই নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব হচ্ছে না। তবে, অনুমান করা হচ্ছে, স্থানীয়রাই গাড়িতে আগুন লাগিয়েছে।

রাজ্যপাল

● **প্রথম পাতার পর**

তিনি আগরতলা পুর এলাকার জল নিকাশি ব্যবস্থার পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন দেখেন ও পুলিশের কম্বাইন্ড কন্টোল ব্যবস্থা অনলাইনে খতিয়ে দেখেন। আই-সিসিসি পরিদর্শনে শহরের বিভিন্ন এলাকায় বসানো পুলিশের সিসি ক্যামেরার মাধ্যমে তিনি বিভিন্ন এলাকায় পরিবহন গতিবিধি সরাসরি প্রত্যক্ষ করেন।

উল্লেখ্য, প্রতিদিন ১৫০ মেট্রিক টন বর্জ্য শহর থেকে সংগ্রহ করে দেবেন্দ্র চন্দ্র নগর স্থিত বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রে নিয়ে আসা হচ্ছে। এবং সংগ্রহীত বর্জ্যকে প্রক্রিয়াকরণ করার পর এর থেকে সাত থেকে আট মেট্রিক টন জৈব সার তৈরি করা হচ্ছে প্রতিদিন। বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রের দায়িত্বে থাকা সংস্থার প্রধান নমন সিং একথা জানান। তিনি আরো বলেন উন্নতমানের তিনটি যন্ত্রের সাহায্যে বর্জ্য পৃথকীকরণের কাজ হচ্ছে। এদিন রাজ্যপালের সঙ্গে ছিলেন রাজ্যপালের সচিব ইউ কে চাকমা, আগরতলা পৌর নিগমের মিউনিসিপাল কমিশনার ডঃ শৈলেশ যাদব সহ অন্যান্য আধিকারিকরা।

নাইডু ট্রফি : ব্যাটিং ব্যর্থতায় ধুঁকছে ত্রিপুরা

ইনিংস পরাজয় এড়াতে লড়ছে আনন্দ, সেন্টুরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। নিশ্চিত পরাজয়ের সম্মুখীন ত্রিপুরা। তাও একেবারে ইনিংস সহ বড় রানের ব্যবধানে। ক্রিকেট মহলে এখন একটাই প্রশ্ন আনন্দ, সেন্টুরা কি পারবে, ইনিংস পরাজয় এড়াতে? প্রতিপক্ষ কর্ণাটক। পাঁচ শতাধিক রান গড়ে তাঁরা এখন খোশ মেজাজে। ত্রিপুরার ব্যাটার্সরা যথেষ্ট শক্ত চ্যালেঞ্জের মুখে। কি করে যে তাঁরা মোকাবেলা করবে বুঝে উঠতে পারছে না। কর্ণাটকের পাহাড় প্রমাণ রানের জবাবে ত্রিপুরা ১০৪ রানে প্রথম ইনিংস শেষ করে, ফলোয়নে খেলতে নেমে দিনের খেলা শেষে আরও একটি উইকেট হারিয়ে সাকূল্যে ৪০ রান সংগ্রহ করেছে। স্কোরকার্ডের হিসেবে ত্রিপুরা এখনও ৪৩৬ রানে পিছিয়ে রয়েছে। হাতে উইকেট অবশিষ্ট নয়টি। ৪০৭ রানের পাশাপাশি নয় উইকেট হাতে নিয়ে কর্ণাটক আজ, সোমবার দ্বিতীয় দিনের খেলা শুরু করে আরও ৪ উইকেট হারিয়ে ৫৮০ রান সংগ্রহ করে ইনিংস ঘোষণা করে দেয়। ওপেনার ম্যাকনেইল জীবনের সেরা ইনিংস টি খেলে নিয়েছে নরসিংগড়ের পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে। ম্যাকনেইল ৩৪৮ বল খেলে ২৩ টি বাউন্ডারি ও ২৫ টি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ৩৪৫ রান সংগ্রহ করে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। বাউন্ডারি, ওভার বাউন্ডারির ফুলঝুরি দর্শকরাও দারুন ভাবে উপভোগ করেছেন। এছাড়া, বিশাল উনাতের ১০৬ রানও উল্লেখযোগ্য।

প্রকার চতুর্বেদী ৯ রানের জন্য শতরান হাতছাড়া করে প্যাভেলিয়নে ফিরেছিল। আগরতলার নরসিংগড়ে পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে সফরকারী কর্ণাটক বনাম ত্রিপুরার কর্নেল সি কে নাইডু ট্রফি ম্যাচ রবিবার থেকে শুরু হয়েছে। প্রথম দিন পুরোটা দখল করে কর্ণাটক একদিকে পাহাড় প্রমাণ রান সংগ্রহের ইঙ্গিত দিয়েছিল। অপরদিকে দিনভর খেলে আজ, সোমবার দ্বিতীয় দিনও দাপট দেখিয়েছে।

জবাবে ত্রিপুরা ৩০ ওভারে ১০৪ রানে প্রথম ইনিংস গুটিয়ে নেয়। দুর্লভ রায় অপরাজিত থেকে ৩২ রান সংগ্রহ না করলে ত্রিপুরার স্কোর শতরানের গণ্ডি পার হয় না। ৪৭৬ রানে পিছিয়ে থেকে ত্রিপুরা ফলোয়নে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শুরু করে দিনের খেলা শেষ হওয়া পর্য্যন্ত সময়ে ১৯ ওভারে এক উইকেট হারিয়ে ৪০ রান সংগ্রহ করে। ঋতুরাজ ১১ রানে এবং আনন্দ ভৌমিক ২১ রানে উইকেটে রয়েছেন। প্রথম ইনিংসে কর্ণাটকের শশী কুমার ২০ রানে ৭টি উইকেট তুলে নিয়ে বেশ নজর কেড়েছেন। গ্রুপের অপর খেলায় চন্ডিগড়ের বিরুদ্ধে তামিলনাড়ু প্রথম ইনিংসে লিভ নিয়ে খেলছে। মহারাষ্ট্রের ৩৯৩ রানের জবাবে উড়িষ্যা দিনের শেষে ৮৬ রান সংগ্রহ করেছে। বৃষ্টি বিঘ্নিত খেলায় কেরালা উত্তরাখণ্ডের বিরুদ্ধে চার উইকেটে ৩২৬ রানে খেলছে।

রঞ্জি : ১১ উইকেট নিয়ে মণিশঙ্কর সেরা

মেঘালয়কে ইনিংসে হারিয়ে ২য় শীর্ষে ত্রিপুরা

ত্রিপুরা-৩৭৪/৯ মেঘালয়-২২২ও ১৩৮

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রত্যাশিতভাবে ইনিংসে জয় পেল ত্রিপুরা। এক ইনিংস এবং ১৭ রানে পরাজিত করলো অপেক্ষাকৃত দুর্বল মেঘালয়কে। রঞ্জি ট্রফি ক্রিকেটে। শিলংয়ের পোলো গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত ম্যাচে ত্রিপুরার ৩৭৪ রানের জবাবে মেঘালয় প্রথম ইনিংসে ২২২ রান করেছিল। ১৫৫ রানে পিছিয়ে থেকে ফলোয়নে খেলতে নেমে দ্বিতীয় ইনিংসে মেঘালয় মাত্র ১৩৮ রান করতে সক্ষম হয়। ব্যাট হাতে অর্ধশতরান করার পর বল হাতে প্রথম ইনিংসে ৬ উইকেট এবং দ্বিতীয় ইনিংসে পাঁচ উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা ক্রিকেটার নির্বাচিত হয়েছেন মনি শংকর মুড়াসিং। ১৫৫ রানে পিছিয়ে থেকে তৃতীয় দিনের শেষে কোনও উইকেট না হারিয়ে মেঘালয় তিন রান করেছিল।

ত্রিপুরার লক্ষ্য ছিল চতুর্থ দিনের শুরুতেই বিপক্ষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়া। কার্য্যত তাই হল।

মিডল অর্ডারে জশকিরাত যদি কিছুটা প্রতিরোধ গড়ে না তুলতেন তাহলে মেঘালয় স্কোর ১০০ রানের গন্ডিও পার হত না। মেঘালয় দ্বিতীয় ইনিংসে ৩৭.৫ ওভার ব্যাট করে সব কটি হারিয়ে ১৩৮ রান করে। সোমবার দিনের শুরু থেকেই মেঘালয়ের ব্যাটসম্যানদের উপর কার্য্যত স্টিম রোলার চালান মনি শংকর।

মনির দাপটে তছনছ হয়ে পড়ে মেঘালয়ের ইনিংস।

দলের পক্ষে জাসকিরাত ৮৪ বল খেলে আটটি বাউন্ডারির সাহায্যে ৫১ রান, দলনায়ক কিষান লিন্ড ৩১ বল খেলে সাতটি বাউন্ডারি সাহায্যে ৩০ এবং দীপু ৪৩ বল খেলে চারটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারি সাহায্যে ২৯ রান করেন।

এছাড়া মেঘালয়ের আর কোনও ব্যাটসম্যান ২২ গজে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেননি।

ত্রিপুরার পক্ষে মনি শংকর মুড়া সিং ৪৪ রানে পাঁচটি, অজয় সরকার ৩০ রানে এবং রানা দত্ত ৩৩ রানে দুটি করে উইকেট দখল করেন। ম্যাচে বোনাস পয়েন্ট সহ জয় পায় ত্রিপুরা এবং ম্যাচ থেকে অর্জন করে সাত পয়েন্ট।

দুই ম্যাচ খেলে ত্রিপুরার পয়েন্ট ৮। আট দলীয় এলিট গ্রুপ এ-তে ত্রিপুরার অবস্থান এখন দ্বিতীয় শীর্ষে। বরোদা রয়েছে এককভাবে শীর্ষে দুই ম্যাচ থেকে ১২ পয়েন্ট পেয়ে।

২৬-২৯ অক্টোবর ত্রিপুরা তৃতীয় ম্যাচ খেলবে শক্তিশালী মুম্বাইয়ের বিরুদ্ধে। এম বি বি স্টেডিয়ামে হবে ম্যাচটি। মেঘালয়ের বিরুদ্ধে বোনাস পয়েন্ট নিয়ে জয় পাওয়ায় শক্তিশালী মুম্বাই ম্যাচের আগে মনোবল বাড়িয়ে নিলেন রজত দে-রা। মুম্বাই ম্যাচ নিয়ে এম বি বি স্টেডিয়াম কেমন আচরণ করে তাও এখন দেখার বিষয়। তৃতীয় রাউন্ডের খেলায় বরোদা-ওড়িশা, জম্মু-কাশ্মীর সার্ভিসেস, মহারাষ্ট্র-মেঘালয় পরস্পরের মুখোমুখি হবে।

লখনৌতে চন্ডিগড় জয়ের লক্ষ্যে আজ মরিয়া ত্রিপুরার মহিলা ক্রিকেট দল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয়ে ফেরার জন্য মুখিয়ে রয়েছে ত্রিপুরার মেয়েরা। মহিলা সিনিয়র ক্রিকেট দল। বিসিসিআই আয়োজিত টি-টোয়েন্টি ২০২৪-২৫ আসর লখনৌতে চলছে। আগামীকাল ত্রিপুরা চন্ডিগড়ের মুখোমুখি হবে। সেই প্রথম ম্যাচে দুর্বল প্রতিপক্ষ সিকিমকে বাগে পেয়ে ৭২ রানে হারানোর পর ক্রমান্বয়ে হারতে হয়েছে যথাক্রমে রেলওয়েজ ও কেরালার কাছে। রবিবারের ম্যাচে কেরালার কাছে পাঁচ রানে পরাজয় ত্রিপুরা শিবিরে অনেকটা হতাশা তৈরি করেছে। প্রতি বলে এক রান তথা ১২০ রানের টার্গেটে ত্রিপুরার সিনিয়র মহিলা ক্রিকেটাররা পাঁচ রানে হারটা কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না। রবিবার বেলা আড়াইটায় ভারতরত্ন শ্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী একানা ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে কেরালা প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। নির্ধারিত ২০ ওভারে পাঁচ উইকেট হারিয়ে ১২৯ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে দৃশ্যার ৩১, সানির ৩০, নাজলার ২৫ ও অনন্যা প্রদীপের ২৩ রান উল্লেখযোগ্য। ত্রিপুরা দলের পক্ষে অন্বেষা দাস ১৬ রানে তিনটি এবং সুরভী রায় ১৪ রানে দুটি উইকেট পেয়েছে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে প্রত্যেকে যথেষ্ট চেষ্টা করেও শেষ পর্যন্ত জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারেনি। ঋজু সাহা ২৫ রান, সুপ্রিয়া দাস ১৪ রান সংগ্রহ করলেও অন্যদের অনেকেই ১০, ১১, ১২-তে থেমে যাওয়ায় শেষ রক্ষা হয়নি। আর দু-চার জন এক অংক টপকে দুই অঙ্কের রানে পৌঁছুতে পারলেই ফলাফল আশাপ্রদ হতো। ত্রিপুরা দল ৯ উইকেট হারিয়ে ১১৪ রান সংগ্রহ করতেই সীমিত ২০ ওভার ফুরিয়ে যায়। কেরালার নাজলা তিনটি, দর্শনা মোহনন ও ভিনয়া ২টি করে উইকেট পেয়েছে। গ্রুপের অন্য খেলায় হিমাচল প্রদেশ ছয় উইকেটে চন্ডিগড় কে এবং রেলওয়েজ ১২৮ রানের বড় ব্যবধানে সিকিমকে পরাজিত করেছে। আগামীকাল অপর দুটি খেলায় কেরালা লড়বে রেলওয়েজ এর বিরুদ্ধে। হরিয়ানা ও সিকিম পরস্পরের মুখোমুখি হবে।

মাস্টার ক্রিকেটার্স আয়োজিত সমীরণ স্মৃতি বক্তৃতা অনুষ্ঠানে ব্যাপক সাড়া

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। অন্যান্য বছরের মতো এবারও ত্রিপুরা মাস্টার ক্রিকেটার্স সমস্ত প্রাক্তন ক্রিকেটারদের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন ’সমীরণ স্মৃতি বক্তৃতা’। সাথে ত্রিপুরার হয়ে প্রথম রঞ্জি ট্রফিতে অংশগ্রহণকারী দলটিকেও সংবর্ধনা দেয়া হয়। একসাথে অতীত দিনের দিকপালদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়ে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে এই অনুষ্ঠানের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। রবিবার দুপুরে আগরতলা প্রেসক্লাবে অনুষ্ঠিত ওই আলোচনাচক্রের বিষয় বস্তু ছিল ’সীমিত ওভারের ক্রিকেটে ভারতের ৫০ বছর ও আমরা’। মনোজ্ঞ এক আলোচনায় অংশ নেন সাংবাদিক সরযূ চক্রবর্তী, প্রশান্ত চক্রবর্তী ও রাজ্যের রঞ্জি দলের প্রাক্তন অধিনায়ক রাজিব দত্ত প্রমূখ। গত পঞ্চাশ বছরে ভারতের সীমিত ওভারের ক্রিকেটের অসামান্য উন্নতির কথা প্রত্যেকেই উল্লেখ করেছেন। সেই ত্রিপুরার ক্রিকেট অনেক সমস্যার মুখোমুখি হয়েও সাফল্য ও ব্যর্থতা নিয়েই এগিয়ে চলেছে। তাঁদের বক্তব্য ছিল স্পষ্ট যে ঘুরে দাঁড়ানোর সমস্ত রকম প্রক্রিয়া চালিয়ে যেতে হবে। মাস্টার ক্রিকেটার্সদের আহ্বায়ক হাবুল ভট্টাচার্য্য সকলকে স্বাগত জানিয়ে বলেন ’আমরা বছরে একদিন সমস্ত প্রাক্তন ক্রিকেটারদের সঙ্গে মিলিত হতে চাই, তাদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে চাই, সফলও হচ্ছি। তিনি বলেন দেশের ও রাজ্যের ক্রিকেট নিয়ে আমরা আলোচনা করি, পরামর্শ চাইলে পরামর্শ দিতেও প্রস্তুত। তিনি সমস্ত প্রাক্তন ক্রিকেটারদের এই প্রয়াসে সামিল হতে আহ্বান জানান। ত্রিপুরা মাস্টার ক্রিকেটার্সদের মাস্টার স্ট্রোক ছিল ত্রিপুরার প্রথম রঞ্জি দলের সমস্ত ক্রিকেটারদের সাথে পরবর্তী প্রজন্মের পরিচয় করিয়ে দেওয়া। ঐ ক্রিকেটাররা কি অসাধ্য সাধন করেছেন সেটা না জানলে রাজ্য ক্রিকেটের ইতিহাস কি ভাবে জানা হবে?এই মহৎ উদ্দেশ্যকে সফলকরে তুলতে প্রথম ঐ দলের অধিনায়ক রজত কান্তি সেনের নেতৃত্বে সবাই প্রায় এসেছিলেন। কেউ কেউ বহিরাজ্যে থাকায় আসতে পারেন নি। সবচেয়ে আনন্দের ব্যাপার ছিল প্রয়াত রঞ্জি ক্রিকেটার মিহির দাসগুপ্তের সহধর্মিনী সুজাতা দাসগুপ্তের, ছেলে, বৌমাকে নিয়ে আসা। তাঁকে মাস্টার ক্রিকেটার্সরা বলেছেন ’মিহির দা এখনও আমাদের মধ্যেই বর্তমান’। মিহিরদার স্মারক গ্রহন করেছেন সুজাতা দাশগুপ্ত। তারকেশ্বর দাম অসুস্থ। তাঁর ছোট মেয়ে বাবার স্মারক গ্রহন করেছে।তারকেশ্বরের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছে হল ভর্তি ক্রিকেটপ্রেমীরা। আলোচনাচক্রে দেশের সীমিত ওভারের ক্রিকেট কোথা থেকে কোথায় এসেছে, তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ত্রিপুরা কোথায় আছে তাও বললেন প্রশান্ত, সরযূ ও রাজীব। সমস্যার সমাধানে প্রস্তাবও দিয়েছেন। দারুন বলেছেন আজীবন সদস্য মানিক দত্ত প্রাক্তন অধিনায়ক রজত সেনগুপ্ত। কত কঠিন অবস্থার মধ্যে তাঁরা খেলেছেন, শোনালেন। আবার, আগামী বছরের আহ্বান জানিয়ে অনুষ্ঠানের সভাপতি বিমল কুমার রায় চৌধুরী সমাপ্তি ঘোষণা করেন। ক্রিকেটার মণিময় রায়ের তথ্যবহুল সঞ্চালনাও ছিল মুগ্ধকর।

থাইল্যান্ডে এশিয়ান যোগা স্পোর্টসে ত্রিপুরার পরিণীতা, আজ রওয়ানা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। আগামী ২৪-২৫ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হতে চলছে এশিয়া যোগা স্পোর্টস চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৪-২৫ থাইল্যান্ড ব্যাংককে। ত্রিপুরা রাজ্য থেকে এশিয়ান যোগা গেমস চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করতে যাচ্ছে পরিণীতা রায়। ত্রিপুরা যোগাসন স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন হয়ে জাতীয় স্তরে ভূপালের ইন্দোরে স্বর্ণপদক লাভ করার সুবাদে এশিয়ান যোগা গেমস চ্যাম্পিয়নশিপে যোগ্যতা অর্জন করে। তাই আগামীকাল তথা ২২শে অক্টোবর, মঙ্গলবার আগরতলা বিমানবন্দর হয়ে কলকাতা ভায়া থাইল্যান্ডের ব্যাংককে পৌঁছবে। তার কোচ শম্ভু চক্রবর্তী ও সংস্থার সভাপতি সরযূ চক্রবর্তী ও সচিব সমীর সাহা প্রমূখ এশিয়ান যোগা চ্যাম্পিয়নশিপে ভালো ফলাফল করবে আশা রাখছে। সংস্থার পক্ষ থেকে এক বিকৃতিতে খবর জানানো হয়েছে।

নতুন মাইলফলক স্পর্শ করলেন মেসি

কলকাতা, ২১ অক্টোবর (হি.স.) : রবিবার মেজর লিগ সকারে নিউ ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে হ্যাটট্রিক করে মায়ামিকে জয় এনে দিয়েছেন লিওনেল মেসি। এর ফলে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষস্থান আরও মজবুত হয়েছে ইন্টার মায়ামির। আর এর মধ্য দিয়ে আরও একটি মাইলফলক স্পর্শ করেছেন এই ফুটবল জাদুকর। এক বছরের মধ্যে ইন্টার মায়ামির জার্সিতে মেসির গোলসংখ্যা এখনও পর্যন্ত ৩৩টি, ক্লাবটির ইতিহাসে যা সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত গোল। এতদিন ৩২ গোল নিয়ে ক্লাবের সর্বোচ্চ গোলদাতা ছিলেন লিওনার্দো কাম্পানা। ইন্টার মায়ামির সর্বোচ্চ গোলদাতার তালিকায় তিন নম্বরে আছেন আরেক আর্জেন্টাইন গঞ্জালো হিগুয়েন। তিনি গোল করেছেন ২৯টি, কিন্তু ফুটবলকে তিনি বিদায় জানিয়েছেন।

তালিকায় চতুর্থ স্থানে আছেন মেসির ক্লাব সতীর্থ লুইস সুয়ারেজ। তার গোল সংখ্যা এখন ২৪টি। জাতীয় দলের হয়ে মেসি :জাতীয় দলের হয়ে সর্বোচ্চ গোলের রেকর্ডটা আগেই করেছেন মেসি। আর্জেন্টিনার হয়ে ৫৫ গোল করা গ্যাব্রিয়েল বাতিস্তুতাকে পেছনে ফেলেছেন মেসি। মেসির গোল সংখ্যা এখনও পর্যন্ত ১১২টি। এই তালিকায় তৃতীয় স্থানে আছেন ৪১ গোল করা আগুয়েরো। চার নম্বরে থাকা হার্নান ক্রেসপোর গোল সংখ্যা ৩৫টি।

জাতীয় দলের জার্সিতে দিয়েগো ম্যারাডোনা গোল করেছেন ৩২টি। ক্লাবের হয়ে মেসি :ক্লাব ইতিহাসে মেসি বার্সেলোনার হয়ে বহু গোল করেছেন।

মেসির আগে বার্সেলোনার ইতিহাসে সর্বোচ্চ গোলদাতা ছিলেন স্প্যানিশ ফুটবলার সেজার রদ্রিগেজ। তার গোল সংখ্যা ছিল ২২৬ টি।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

বিপ্লব কুমার দেবের দিল্লী নিবাসে উপস্থিত হয়ে হরিয়ানা প্রদেশের ঐতিহাসিক জয়ের জন্য শুভেচ্ছা জানালেন হরিয়ানার দ্বিতীয়বারের মুখ্যমন্ত্রী নায়েব সিং সাইনি।

শিশুশ্রম বিরোধী অভিযানে প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ অক্টোবর: শিশুশ্রম বিরোধী অভিযানে নামলো প্রশাসন। পক্ষকাল ব্যাপী চলবে এই অভিযান। সোমবার সুকান্ত পল্লী এলাকায় এই অভিযান চালানো হয়।সুকান্ত পল্লী এলাকায় শিশুশ্রম রুখতে প্রশাসনের বিশেষ অভিযান আয়োজিত হয়। এদিন দুপুর ১২ টা নাগাদ বিভিন্ন রেস্টুরেন্ট হানা দেয় প্রশাসনের এক টিম। এদিন উপস্থিত ছিলেন মহকুমা শাসক মিস চারু ভর্মা, অতিরিক্ত জেলাশাসক সুমিত কুমার পান্ডে থেকে শুরু করে অন্যান্যরা।

অভিযানকারী দলের কর্মকর্তারা জানান ১৮ বছরের নিচে যাতে কেউ সময় যুক্ত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখেই এ ধরনের অভিযান চালানো হচ্ছে। বিভিন্ন হোটেল রেস্টুরেন্ট সহ অন্যান্য দোকানপাটে এ ধরনের অভিযান চালানো হয়। আগামী দিনেও এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে প্রশাসনের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।

১৯টি সরকারি সাধারণ ডিগ্রী কলেজে ওয়াই-ফাই পরিষেবার সূচনা

LAUNCHING OF
Wi-Fi FACILITY

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ অক্টোবর: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ডিজিটাল ভারত গড়ে তোলার কাজ শুরু করেছেন। প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ ও সহযোগিতায় ডিজিটাল ত্রিপুরা গড়ে তোলার কাজ চলছে। আজ উদয়পুর নেতাজি সুভাষ মহাবিদ্যালয় প্রাঙ্গণে রাজ্যের ১৯টি সাধারণ ডিগ্রি কলেজে প্রথম পর্যায়ে ওয়াই-ফাই পরিষেবার সূচনা করে একথা বলেন তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়।

তিনি বলেন, ডিজিটাল পরিষেবা প্রদানে রাজ্য পিছিয়ে নেই। কলেজের শিক্ষার্থী ও শিক্ষক শিক্ষিকারা এখন থেকে বিনামূল্যে ওয়াই-ফাই সুবিধা নিতে পারবেন। মহাবিদ্যালয়ের সকল ছাত্রছাত্রী যাতে এই পরিষেবা নিতে পারে সেজন্য সরকার উদ্যোগ নিয়েছে। অনুষ্ঠানে তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী আরও বলেন, সরকারি কাজে স্বচ্ছতা ও গতি আনার জন্য রাজ্যে ই-ক্যাবিনেট এবং ডিএম অফিস, এসডিএম অফিস, ব্লক অফিস, গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে ই-অফিস চালু করা হয়েছে। সাইবার সিকিউরিটি কিভাবে নিশ্চিত করা যায় সেই বিষয়ে সরকার কাজ করছে।

অনুষ্ঠানে বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া বলেন, এখন সরকারি কাজে স্বচ্ছতা ও গতি এসেছে। দুর্নীতি কমেছে। ওয়াই- ফাই পরিষেবা চালুর ফলে শিক্ষার্থী সহ শিক্ষক সমাজ উপকৃত হবেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উদয়পুর পুরপরিষদের চেয়ারপার্সন শীতল চন্দ্র মজুমদার, গোমতী জেলার জেলাশাসক তড়িৎকান্তি চাকমা, উচ্চশিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা অনিমেষ দেববর্মা প্রমুখ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন তথ্য প্রযুক্তি দপ্তরের অধিকর্তা জে আর গিশান বি। সভাপতিত্ব করেন নেতাজি সুভাষ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ সুধন দেবনাথ।

উল্লেখ্য, স্পেশাল অ্যাসিস্ট্যান্স প্রকল্পে প্রথম পর্যায়ে ১২ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা ব্যয় করে ১৯টি ডিগ্রী কলেজে এই পরিষেবা চালু করা হয়েছে। এদিন তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় ভিডিও কনফারেন্সে বিভিন্ন কলেজের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে মত বিনিময় করেন।

নিরন্তর বিদ্যুৎ পরিষেবার স্বার্থে জনগণের প্রতিরোধেই বন্ধ হতে পারে হুক লাইন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ অক্টোবর: হুক লাইনে বিদ্যুৎ সংযোগ এখন অভিশাপের রূপ নিয়েছে। বিদ্যুৎ চুরি করতে গিয়ে শুধু বিদ্যুৎ নিগমের আর্থিক ক্ষতি কিংবা সংলগ্ন এলাকার বৈধ বিদ্যুৎ গ্রাহকদের যন্ত্রণাই বাড়াচ্ছেন না, নিজের জীবনের প্রবল ঝুঁকিও নিয়ে নিচ্ছেন একশ্রেণীর মানুষ। বিদ্যুৎ নিগমের তরফে বারবার জনসাধারণকে এ বিষয়ে সচেতন করা হলেও এক শ্রেণীর মানুষ লাগাতার ভাবে বিদ্যুৎ চুরি করছেন।

হুক লাইনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ চুরি রোধ করতে বিদ্যুৎ নিগমের তরফে প্রতিদিনই ভিজিলেন্স টিম বিভিন্ন এলাকায় হানা দিয়ে হুকলাইন ছিন্ন করছেন। বিভিন্ন সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করছেন এবং নগদ জরিমানা ও করছেন। কিন্তু এরপরেও বিদ্যুৎ চুরি চলছেই। বিভিন্ন স্থানে হুকলাইন বিরোধী অভিযান চালাতে গিয়ে ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগমের ভিজিলেন্স টিম লক্ষ্য করেছেন, অর্থ সম্পন্ন কিছু পরিবারও হুকলাইন ব্যবহার করছেন নানা ক্ষেত্রে। আবার বিভিন্ন কারখানা এবং প্রতিষ্ঠানের একটা অংশ বিকল্প পদ্ধতি ব্যবহার করে বিদ্যুতের ইউনিট কমিয়ে দেওয়ার কারিগরি পন্থা কাজে লাগাচ্ছেন। এটা যে কত বড় বিপদজনক, তারা বুঝেও বুঝতে চাইছেন না।

এই অভিযানের অঙ্গ হিসেবে আমবাসায় হুক লাইন বিরোধী অভিযান চালানো হয়েছে। বিভিন্ন বাড়িতে দিয়ে বিদ্যুৎ নিগমের সংশ্লিষ্ট কর্মীরা হুক লাইন রয়েছে কিনা সেই বিষয়ে অবগত হন। যেসব গ্রাহকরা হুক লাইন ব্যবহার করছেন তাদেরকে জরিমানা করা হয়। পাশাপাশি হুক লাইন ব্যবহারের ফলে তৈরি হওয়া বিভিন্ন ঝুঁকির বিষয়ে বিস্তারিত জানিয়েছেন।

এক্ষেত্রে সমাজের সর্বস্তরের জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে হুক লাইন অর্থাৎ বিদ্যুৎ চুরি বন্ধ হতে পারে। কোথাও বিদ্যুৎ চুরি অর্থাৎ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিপুল পরিমাণ বিলেতি মদ বাজেয়াপ্ত করল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ অক্টোবর: আসামের কাঁঠালতলির বালিরবন্দ বাগানের এক ব্যক্তির বাড়ি থেকে বিপুল পরিমান বিলেতি মদ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। তবে ঘটনায় অভিযুক্ত গৃহকর্তা এখনো পলাতক।

মদ বিরোধী অভিযানে নেমে সাফল্য পেল কাঁঠালতলি ওয়াচ পৌস্টের পুলিশ। রবিবার রাতে আগাম খবরের ভিত্তিতে কাঁঠালতলি ওয়াচ পোষ্ট পুলিশের একটি দল স্থানীয় তিলভূম এলাকার বালির বন্দ বাগানের রতন লাল কানুর বাড়িতে হানা দিয়ে পাঁচ কার্টুনে ১৪৬ বোতল বিলেতি মদ বাজেয়াপ্ত করে। এতে প্রায় চার হাজার লিটার পরিমান মদ রয়েছে বলে জানা গেছে।

উক্ত অভিযানের সময়ে বাড়ির মালিক রতন লাল কানু বাড়ি থেকে পালিয়ে গা ঢাকা দেওয়াতে তাকে পাকড়াও করা যায়নি বলে পুলিশ জানিয়েছে।পরে মদগুলো নিয়ে আসা হয় কাঁঠালতলি থানায়। এ কান্ডে পলাতক রতন লাল কানুর বিরুদ্ধে মামলা গ্রহণ করেছে পুলিশ। উল্লেখ্য দীর্ঘদিন ধরে বৃহত্তর কাঁঠালতলি এলাকায় বেআইনি কারবারের রমরমা ব্যবসা জাকিয়ে বসার অভিযোগ রয়েছে।

তিনদিনের মধ্যে পাতালকন্যাকে বিজেপির তরফে বহিষ্কারপত্র প্রদানের দাবি টিপিএসপি -র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ অক্টোবর: দলবিরোধী কাজকর্মের জন্য বিজেপি দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে পাতালকন্যা জমাতিয়াকে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত সাংগঠনিকভাবে পাতালকন্যা জমাতিয়ার হাতে কোন ধরনের বহিষ্কার পত্র পৌঁছে দেয়নি দল। সোমবার সাংবাদিক সম্মেলন করে এই প্রশ্ন তুললেন টিপিএসপি দলের নেতৃত্বরা।

পাতাল কন্যা জমাতিয়া টিটিএসপি দলের সুপ্রিমো হিসেবে নিজেকে পরিচয় দিয়েছেন। বিজেপিতে থেকেও অন্য দলের সুপ্রিমো হিসেবে পরিচয় দেওয়ায় দল বিরোধী কাজের অভিযোগে তাকে বহিষ্কার করা হয়েছে বিজেপি থেকে। কিন্তু এখনও বিজেপির সাংগঠনিকভাবে পাতাল কন্যা জমাতিয়ার হাতে বহিষ্কারপত্র পৌঁছেনি। কেন বিজেপি এখনো বহিষ্কারপত্র তুলে দেয়নি, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন টিপিএসপি দলের নেতৃত্ব।

পাতাল কন্যা জমাতিয়ার হাতে সাংগঠনিকভাবে এখনো পর্যন্ত বহিষ্কারপত্র পৌঁছে না দেওয়ায় তীব্র খুব প্রকাশ করেছেন সংগঠনের একাংশ। টি পি এস পি সভাপতি রঘুবীর জমাতিয়া ও সাধারণ সম্পাদক পিন্টু দেববর্মা আগরতলা প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলনে মিলিত হন। পিন্টু দেববর্মা জানান এখনও পাতালকন্যা জমাতিয়ার হাতে বিজেপির প্রদেশ অফিসের তরফে কোনো বহিষ্কার পত্র দেওয়া হয়নি। তাই তারা তিনদিনের সময় বেঁধে দিয়ে দিয়েছেন। তিনদিনের মধ্যে বহিষ্কার পত্র দিতে হবে। তা যদি সত্যি না-হয় তাহলে বিজেপির প্রদেশ সাধারণ সম্পাদক অমিত রক্ষিতকে ক্ষমা চাইতে হবে। আর যদি বিজেপি কোনো জবাব না দেয় তাহলে ১০দিনের মধ্যে তারা সবাই বিজেপির জনজাতি মোর্চা থেকে পদত্যাগ করবেন।

কৃষি এবং কিষান কল্যাণ মন্ত্রালয়
ভারত সরকার

“আবহাওয়ার ঝুঁকি থেকে আমাদের পরিশ্রমী কৃষক ভাই-বোনদের মঙ্গল সুরক্ষিত করায় প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনা অত্যন্ত কার্যকর প্রমাণিত হচ্ছে। এর সুফল কোটি-কোটি কৃষক পাচ্ছেন।”
- নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

ফসলের সুরক্ষার বরদান,
পলিসি হাতে পেয়েছে কৃষকগণ
ফসল বিমা করাও, সুরক্ষা কবচ পাও

প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনার প্রাপ্তি
- **19.67 কোটি** কৃষক ভাই-বোন এখনো পর্যন্ত পেয়েছেন ফসল বিমার লাভ
- **₹1.65 লাখ কোটির** দাবির পেমেন্ট কৃষকদের করা হয়েছে
- **70 কোটির** অধিক কৃষক আবেদন প্রাপ্ত

দেশব্যাপী হেল্পলাইন 14447

আমার পলিসি আমার হাতে
মহা অভিযান
01 অক্টোবর - 31শে অক্টোবর 2024

আপনার গ্রামে হতে চলা শিবিরে এইসব বিষয়ের ওপর তথ্য প্রাপ্ত করুন :
- বিমা পলিসি, সরকারি নীতিসমূহ, জমি রেজিষ্টার এবং দাবি আর অভিযোগ প্রতিকার
- কৃষকদের প্রশিক্ষণের জন্যে ফসল বিমা পাঠশালা

প্রধানমন্ত্রী
ফসল বিমা যোজনা

বিমা ভাগীদার AIC Chola MS FUTURE GENERALI ICICI Lombard Kshema Oriental Insurance RELIANCE GENERAL INSURANCE SBI general Universal Sompo General Insurance

যোজনার সঙ্গে জড়িত অধিক তথ্যের জন্যে যোগাযোগ করুন
জনসেবা কেন্দ্র | ক্রপ ইন্স্যুরেন্স অ্যাপ https://play.google.com | পোষ্ট অফিস | ব্যাঙ্ক শাখা | @PMFBY
যোজনা সংক্রান্ত অধিক তথ্যের জন্যে QR কোড স্ক্যান করুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।